গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

কার্যক্রম প্রতিবেদন
২০১২-২০১৫

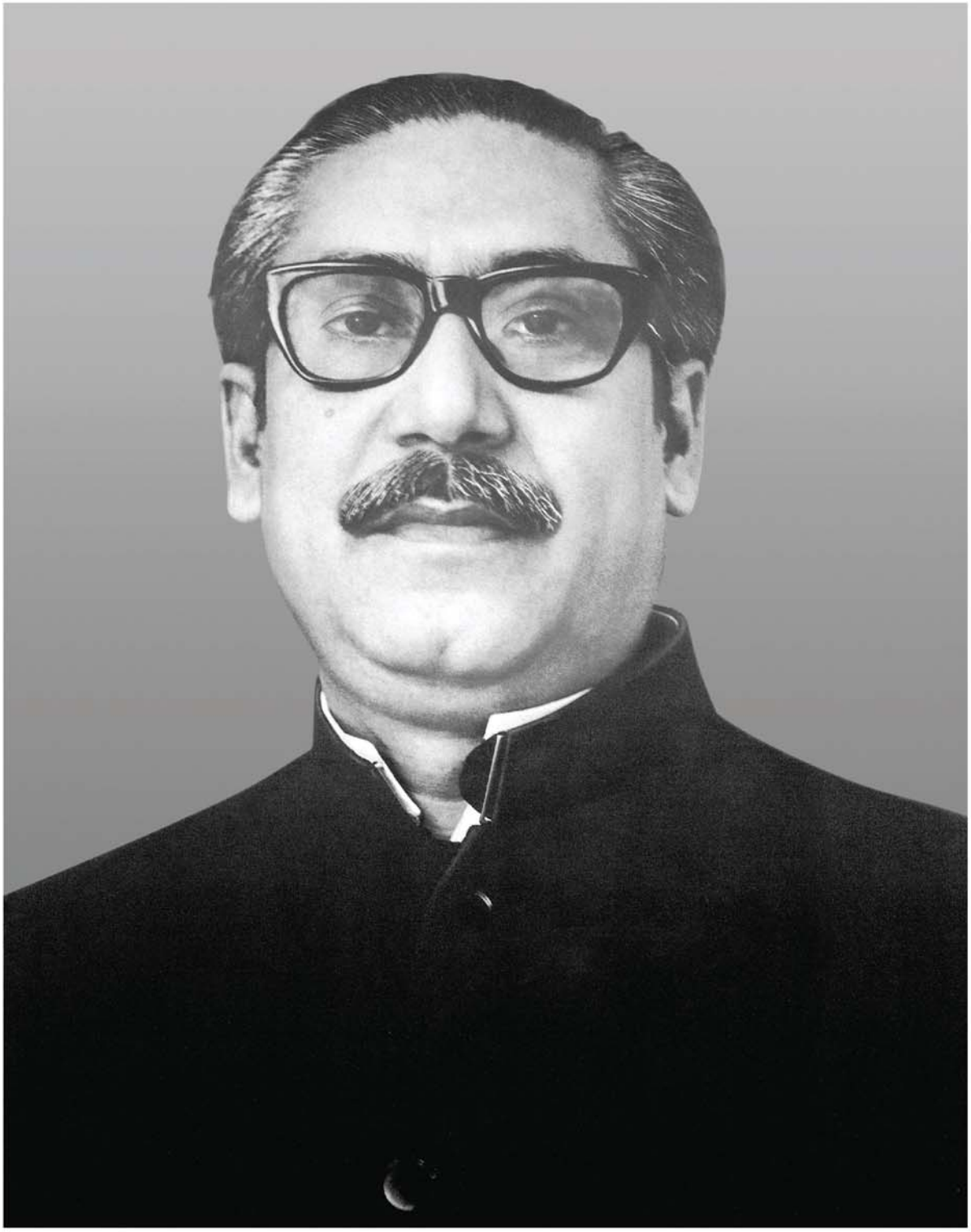

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"বাঙালি জাতি তাঁহার নৈতিক মূল্যবোধ ও গুণাবলী দ্বারা বিশ্ববাসীর কাছে স্বীয় মহানুভবতা প্রমাণ করিবে। যাবতীয় মূল্যবোধ ও আদর্শের ক্ষেত্রে একটি মহান জাতি হিসেবে গড়িয়া উঠার জন্য আমাদের সকলকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ আষাঢ় ১৪২২
২৯ জুন ২০১৫

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের উপর একটি 'কার্যক্রম প্রতিবেদন' প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ কর্মযজ্ঞের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে 'রূপকল্প-২০২১' গ্রহণ করি এবং তা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করি। এর অংশ হিসেবে আমরা ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করি। সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রায়ন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে এটি ছিল একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এর ফলে সরকারি অঙ্গনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের সুযোগ তৈরি হয়। সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। প্রশাসন আরও গতিশীল হয়।

"সবার আগে নাগরিক" এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা, গণখাতে উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ, লালন ও বাস্তবায়নে সরকারের 'থিংক ট্যাঙ্ক' হিসেবে ভূমিকা রাখাই গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর প্রধান দায়িত্ব। 'দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেনস চার্টার' বাস্তবায়নেও জিআইইউ কাজ করছে।

আমি আশা করি, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের এ যাবৎ সম্পাদিত কার্যাবলী সম্বলিত প্রকাশনা জনগণের সামনে উপস্থাপিত হলে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনী চর্চায় উৎসাহিত হবে, সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা আরও সুদৃঢ় হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে আমি সকলকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। আমি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রফেসর ড. গওহর রিজভী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ও
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান

বিশ্বায়নের প্রভাব ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের কারণে সরকারের নিকট থেকে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার সচেতনতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে তাঁরা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে মানসম্মত সেবা প্রত্যাশা করেন। বর্তমান সরকার নাগরিকদের এ উচ্চ প্রত্যাশা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তা পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সরকার এ জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংস্কার কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া এবং সংস্কারের সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার মানসে "সবার আগে নাগরিক" এ মূলমন্ত্রকে কেন্দ্র করে ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) গঠন করেছে।

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব-এই ধারণাটি সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা, গণখাতে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান এবং উদ্ভাবনের সুফল জনগণের জন্য নিশ্চিতকরণে উদ্ভাবনী ধারণা লালন, বিকাশ, এ সংক্রান্ত গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম চর্চাসমূহকে এ দেশের উপযোগী করে প্রয়োগ ঘটানোর জন্য এ ইউনিট জন্মলগ্ন থেকেই কাজ করে যাচ্ছে।

সঙ্গত কারণেই জিআইইউ'র কার্যক্রম প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ইউনিটের কার্যক্রমকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করার এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। গতানুগতিক প্রতিবেদনের ন্যায় বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ধারণার উদ্ভব থেকে ফলপ্রসূ প্রয়োগ পর্যন্ত অর্জিত অভিজ্ঞতা এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং অবচেতন মনে হলেও বিষয়গুলো পাঠকের মনে ছাপ ফেলবে। এ উদ্যোগ গণখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে অনুরূপ চর্চার সাহস যোগাবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পাবলিক সেক্টরের জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার প্রচেষ্টার কমতি রয়েছে। সরকারের নানামুখী উদ্যোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করার ক্ষেত্রেও জিআইইউ কে উদ্ভাবনী হতে হবে। জিআইইউ'র প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগ শুধু অব্যাহতই নয়; বরং ভবিষ্যতে আরও কম সময়ে এবং আরও বেশী সফলতার তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে এই প্রত্যাশা করছি।

ড. গওহর রিজভী

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

মুখ্য সচিব

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) তাদের ২০১২-২০১৫ সময়ের কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তারই ফলশ্রুতিতে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে উন্নততর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারের নিকট নাগরিকদের প্রত্যাশা ও চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের এ ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার সাথে তাল মিলিয়ে সেবা প্রদানের জন্য উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে একটি গতিশীল প্রশাসন যন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট গঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ''সবার আগে নাগরিক'' (Putting Citizens First) এ মূলমন্ত্রটি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। নাগরিক সেবা প্রাপ্তি সহজিকরণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে আধুনিকায়নের জন্য জিআইইউ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবার মতো বিভিন্ন নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা নিরসনে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণেও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধকল্পে এর বিকল্প প্রিজারভেটিভ উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রেও ইতোমধ্যে জিআইইউ এর উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সম্প্রতি সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগে আধুনিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (Performance Management) ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণাধর্মী সংশ্লেষের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে জিআইইউ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা। আমি এই ইউনিটের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*
সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এর পক্ষ থেকে কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বিশ্বায়ন আর তথ্যবিপ্লবের এই যুগে উদ্ভাবন ও সংস্কারের সমসাময়িকতা একটি অনস্বীকার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বের সরকারগুলো এখন বেসরকারি সেক্টরের সাথে প্রতিযোগিতা করছে আরও উন্নততর, সহজ ও নাগরিকবান্ধব সেবা প্রদানের জন্য। বাংলাদেশ সরকারও আজ এই মহতী প্রচেষ্টার অংশীদার। উদ্ভাবনী চিন্তা ও প্রয়াসের মাধ্যমে সরকারের সেবাগুলোকে আরও বেশি সহজ, সাশ্রয়ী এবং নাগরিকবান্ধব করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জিআইইউ গঠিত হয়।

''সবার আগে নাগরিক'' (Putting Citizens First) এ মূলমন্ত্র নিয়ে জিআইইউ সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি, মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তরসমূহের কাজে উদ্ভাবনী এবং ব্যতিক্রমী প্রয়াসসমূহের পরিমার্জন ও সম্প্রসারণে জিআইইউ সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করছে।

পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবার মতো বিভিন্ন নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা নিরসনে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণেও জিআইইউ এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়া সরকারি অফিসসমূহে ব্যবহৃত উত্তম চর্চাসমূহকে (Good Practices) সরকারের সকল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে জিআইইউ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

সম্প্রতি সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগে আধুনিক পারফরমেন্স ভিত্তিক কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) স্বাক্ষরে জিআইইউ এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। জিআইইউ তার কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আগামীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির ছাপ রাখবে যা জনগণের নিকট সরকারি সেবাসমূহকে আরও সহজ, সাশ্রয়ী এবং নাগরিকবান্ধব করে তুলবে এই প্রত্যাশা করছি। আমি এই ইউনিটের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*

সম্পাদকীয়

মোঃ আবদুল হালিম
মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

বর্তমান সরকার জনগণকে ইপ্সিত সেবা প্রদানের উপযোগী একটি জনমুখী প্রশাসন গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ, তথ্য কমিশন গঠন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন, কর্মক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"সবার আগে নাগরিক" এ মূলমন্ত্রকে কেন্দ্র করে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের কার্যক্রম আবর্তিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ ইউনিট বিষয়ভিত্তিক আলাদা প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এর কার্যক্রম প্রকাশ করে আসছে। ইউনিটের যোগাযোগ কৌশল অনুসারে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো পর্যাপ্ত নয় বিধায় জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৫ উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবনের মূলকথা হচ্ছে কোন সমস্যা সমাধানে গতানুগতিকতার পরিবর্তে বিকল্প পন্থা বের করা; বিদ্যমান আইন, বিধির মধ্যে থেকেও স্বাভাবিকভাবে "না" বলা একটি কাজকে "হ্যাঁ" বলা। উদ্ভাবন এ ইউনিটের মজ্জাগত, প্রতিটি কাজকেই তাই ভিন্নভাবে দেখতে ও সম্পাদনে অভ্যস্ত। এতে সফলভাবে বাস্তবায়িত কয়েকটি উদ্ভাবন ও সেবাদান সহজিকরণকে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, সিটিজেন্স চার্টার বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক আলোচনা করা হয়েছে। যারা কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান অথচ কোনরকম ঝুঁকি নিতে কুণ্ঠিত হন- এ প্রতিবেদন নিশ্চয়ই তাদের পাথেয় জোগাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের এ সহৃদয়তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য এ ইউনিটের সকল কর্মকর্তা তথ্য-উপাত্ত প্রদানসহ এর সৌকর্য বৃদ্ধিতে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। বিশেষভাবে এ ইউনিটের পরিচালক জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা ও উপপরিচালক জনাব মোঃ রোকন-উল-হাসান প্রাপ্ত তথ্যাদি সংকলনে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। এদের প্রতি রইল বিশেষ শুভেচ্ছা।

সরকারের মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ এর পাঠকবৃন্দ এ প্রতিবেদন থেকে সামান্যতম উপকৃত হলেও এ ইউনিটের শ্রম সার্থক হবে।

মোঃ আবদুল হালিম

কার্যক্রম প্রতিবেদন
২০১২-২০১৫

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

http://giu.portal.gov.bd

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০২
	উদ্ভাবন (Innovation) কি?	০৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী	
	সক্ষমতা বৃদ্ধি	০৬
	উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন	১৪
	গবেষণা	২২
	লিয়াজোঁ ও আউটরিচ	২৩
তৃতীয় অধ্যায়	বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ভূমিকা	২৬
	দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটএর গতিশীলতা	৩০
	জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্ক	৩২
	Citizen's Charter: A way Forward to Citizen Centric Govrenance	৩৪
	খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধে গৃহীত পদক্ষেপ	৩৮
	উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ	৪০
চতুর্থ অধ্যায়	Installing Innovation in the Public Services in Bangladesh: An Assessment of GIU 's Training on Innovation	৪৬
পঞ্চম অধ্যায়	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	৫৩

অধ্যায় ১

১.১ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১.২ উদ্ভাবন (Innovation) কী ?

১.১ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে জনগণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোপরি 'ভিশন ২০২১' এর লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসাবে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ইউনিট এর ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

ভিশন

সুশাসন ও উদ্ভাবন বিষয়ে সরকারের থিংক ট্যাঙ্ক (Think Tank on Good Governance and Innovation).

মিশন

প্রত্যাশিত নাগরিক সেবা প্রদানে সুশাসন বিষয়ক সংস্কার এবং উদ্ভাবনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

উদ্দেশ্য

১. সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building): সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে "সবার আগে নাগরিক" এ নতুন সংস্কৃতিকে বিকশিত করা ও একই সাথে সরকারি কর্মচারীদের নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা প্রদান করা;

ক. সেবা প্রদানে পদ্ধতিগত জটিলতা হ্রাস

খ. সেবার মান উন্নয়ন

গ. সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মচারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা

ঘ. নাগরিকগণের জন্য সুফল নিশ্চিত করা

২. উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন (Innovation and Implementation): অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময় ও বাজেটের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে কাজ করা।

৩. গবেষণা (Research): সুশাসনের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিত করে তা ব্যবহারে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাকে সহায়তা করা।

৪. লিয়াজোঁ ও আউটরিচ (Liason & Outreach): বাংলাদেশের সুশাসন বিষয়ক Think Tank হিসেবে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক বজায় রাখা।

কর্মপরিধিঃ

- সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকার কর্মসূচি চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন ও কৌশল প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (Pathfinder Ministry) কে নীতিগত সহায়তা প্রদান
- Pathfinder Ministry এবং এর অগ্রাধিকার প্রকল্প নির্ধারণের জন্য Steering Committee ও Strategy Committee এর সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান
- সুশাসন বিষয়ক কার্যক্রম বা কর্মসূচির জরুরি সমন্বয় সাধন
- জনপ্রশাসন ও সরকারি সেবা প্রদান ব্যাবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও নতুন ধারণার আলোকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান
- আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক অধিকার সনদ ও নাগরিক সেবা ব্যবস্থার উন্নততর বিকাশ (Innovation in service delivery) সংক্রান্ত চর্চা, গবেষণা, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ
- আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সরকারি সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ (Best practices model and methods) এবং বাংলাদেশে সেবা ব্যবস্থাপনায় তার বাস্তবানুগ প্রতিফলনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে উপর্যুক্ত বিষয়াদি ছাড়াও সুশাসন বিষয়ক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ
- জিআইইউ প্রয়োজনবোধে সুশাসন বিষয়ক যে কোন কার্যক্রমের জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা বা ব্যক্তির কৌশলগত সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

সাংগঠনিক স্তর :

ক. স্টিয়ারিং কমিটি (Steering Committee):

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত সাত সদস্যের একটি Steering Committee রয়েছে। Steering Committee এর অন্যান্য সদস্যগণ নিম্নরূপ :

- মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
- মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
- গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ২জন (১জন মহিলা+১জন পুরুষ) সংসদ সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি :

- কমিটি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হবে।
- কমিটি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

খ. স্ট্র্যাটেজি কমিটি (Strategy Committee) :

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কে কৌশলগত সহায়তা দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা অথবা প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত কোন মন্ত্রী অথবা মন্ত্রী পদমর্যাদার ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি Strategy Committee গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ নিম্নরূপঃ

- মন্ত্রিপরিষদ সচিব
- মুখ্য সচিব
- সিনিয়র সচিব/ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
- সিনিয়র সচিব/ সচিব, অর্থ বিভাগ
- সিনিয়র সচিব/ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- সিনিয়র সচিব/ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কমিটির কার্যপরিধি :

- সুশাসন বিষয়ক ইউনিটকে নীতিগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে।
- গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর অনুরোধে বা নিজ বিবেচনায় জিআইইউ কে সুশাসন, নবতর উদ্ভাবন এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

গ. জনবল কাঠামো (Organogram):

- ইউনিট প্রধান
- মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব)- ১ জন
- পরিচালক (উপসচিব)- ২ জন
- উপ পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)- ৪ জন

১.২ উদ্ভাবন (Innovation) কী?

উদ্ভাবনের (Innovation) মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। 'Innovation' শব্দটি সচরাচর অনেকের মনেই একটি প্রশ্নের উদ্রেক করে 'Innovation' বলতে কি বুঝায়। বাংলা একাডেমীর অভিধান (English-Bangla Dictionary, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১১) অনুযায়ী Innovation শব্দের অর্থ 'নব্যতা প্রবর্তন'; 'নূতন প্রবর্তন'; 'নবরীতি'; 'নবমার্গ'; 'নবধারা'; 'নবব্যবহার'। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত প্রশাসনিক পরিভাষা (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৩) অনুযায়ী Innovation শব্দটির অর্থ 'উদ্ভাবন'। Oxford Advanced Learners' Dictionary (7th Edition, 2005) অনুযায়ী Innovation অর্থ 'The introduction of new things, ideas or way of doing something'. 'নবধারা' বা 'উদ্ভাবন' যে অর্থেই ব্যবহার করা হোক না কেন, Innovation শব্দের সাথে আরো একটি শব্দ খুব সঙ্গতভাবেই বহুল ব্যবহৃত, তা হলো 'Creativity', যার অর্থ সৃজনশীলতা। 'Creativity' বলতে যে কোন নতুন ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করা বুঝায়, পক্ষান্তরে 'Innovation' বলতে সৃজনশীল ধারণার বাস্তবায়নকে বুঝায়। সুতরাং জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন বলতে বুঝায় 'An effective, creative and unique answer to new problem or new answer to old problem.'

উদ্ভাবনের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য :

- নতুনত্ব (Novelty): সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গৃহীত কার্যক্রম কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন/ উন্নতি সাধন করেছে কিনা?
- কার্যকারিতা (Effectiveness): গৃহীত কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট সেবা গ্রহীতা শ্রেণীর চাহিদা পূরণে সক্ষম কিনা এবং তা প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনে কিনা ?
- তাৎপর্য (Significance): গৃহীত কার্যক্রম স্থানীয় সমস্যা হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে কিনা? এটি ব্যবস্থাপনার বা সমস্যা সমাধানের সাংগঠনিক কর্ম পরিবেশ বা প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পরিবর্তন এনেছে কিনা?
- বাস্তবায়নযোগ্যতা (Replicability): গৃহীত কার্যক্রম সমজাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা এবং অন্যান্য নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে তা মডেল হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য কিনা ?
- প্রক্রিয়া সহজিকরণ (Process simplification): গৃহীত কার্যক্রম নাগরিক সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে কিনা ?
- টেকসই ক্ষমতা (Sustainability): গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা স্থায়ী বা টেকসই কিনা?

Innovation বা উদ্ভাবনের অন্যতম উদ্দেশ্য জনসাধারণকে স্বল্প সময়ে ও ব্যয়ে হয়রানিমুক্ত ভাবে উন্নতমানের সেবা প্রদান।

অধ্যায় ২

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সম্পাদিত কার্যাবলী

২.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি
২.২ উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন
২.৩ গবেষণা
২.৪ লিয়াজোঁ ও আউটরিচ

২.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি

২.১.১ Strategic Leadership Program on Innovation in Public Sector শীর্ষক প্রশিক্ষণ

সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে গত ১৯-২১ মে ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভারে ও ২২ মে ২০১৩ তারিখে হোটেল রুপসী বাংলায় 'Strategic Leadership Program on Innovation in Public Sector' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Kennedy School of Governance এর ২ জন প্রখ্যাত অধ্যাপকের পরিচালনায় হোটেল রুপসী বাংলায় সরকারের সচিবদের জন্য একটি এবং যুগ্ম ও অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একটি, মোট ২ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যতিরেকে সরকারের ৭ টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সহকারী সচিব থেকে উপসচিব পর্যায়ের ২৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।

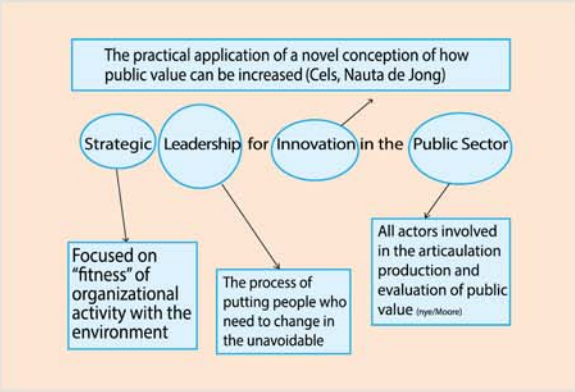

বিপিএটিসি, সাভারে অনুষ্ঠিত 'Strategic Leadership Program on Innovation in Public Sector' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উপদলগুলো নিম্নবর্ণিত উদ্ভাবনী প্রকল্পের বাস্তবায়নে কাজ করে। মন্ত্রণালয়গুলোর গৃহীত প্রকল্প নিম্নে বর্ণিত হলো:

Table-1: Innovation Challenge Proposals

Name of the Ministry	Title of Innovation Challenge Proposal
Health & Family Welfare	Individual Performance Management to improve the hospital service delivery
Education	Introducing career counselling to the high school students of grade VIII and onwards for best utilization of youth's talents, reducing drop-out, preventing early marriage and generating skill workforce: A pilot program in Sataysh High School, Tongi.
Agriculture	Establishing Mobile Seed Testing Laboratory.
Home Affairs	Enhanced Service Desk (ESD) at the Ministry of Home Affairs
Local Government Division	Automation of Revenue (Tax) Collection system in Dhaka North City Corporation
Land	Notification of Mutation cases to the stakeholders through mobile phone (SMS).
Primary & Mass Education	Introducing online facilities in the process of recruiting primary school teachers.

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গৃহীত ৭টি চ্যালেঞ্জ প্রকল্পের ৩ টি সফল হয়েছে। তন্মধ্যে একটি সফল প্রকল্পের বিষয়বস্তু এখানে তুলে ধরা হলো।

২.১.১.১ ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার

বর্ণিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে মোবাইল বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন প্রকল্পটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী একটি কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে কৃষকগণ তার নিজ এলাকাতে বসেই তার ব্যবহৃত বীজের গুণগত মান সম্পর্কে জানতে পারছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি, আর কৃষির মূল উপকরণ বীজ। ভাল বীজে ভাল ফসল। তাই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপায় হচ্ছে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার। ব্যবহৃত বীজ মানসম্পন্ন না হলে কোনক্রমেই ভাল ফলন আশা করা যায় না। শুধুমাত্র মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার দ্বারা ফসলের উৎপাদন শতকরা ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার

এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে বীজের মোট চাহিদার প্রায় ৭৫-৮০% কৃষকগণ নিজেদের সংরক্ষিত বীজ হতে ব্যবহার করে থাকেন, যার গুণগত মান পরীক্ষিত নয়, এবং মানসম্পন্ন নয় বলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। বীজের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য তার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, সজীবতা ইত্যাদি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়; যার জন্য সুযোগ খুবই সীমিত। আমাদের কৃষকদের তেমন কারিগরি জ্ঞানও নেই যার মাধ্যমে নিজেরাই প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে তাদের ব্যবহৃত বীজের গুণগত মান জেনে নিতে পারেন। তাছাড়া তাদের নাগালের মধ্যে অর্থাৎ কাছাকাছি কোন বীজ পরীক্ষাগার না থাকায় অর্থ ও সময় ব্যয় করে দূরবর্তী বীজ পরীক্ষাগার হতে বীজ পরীক্ষা সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা তেমন সচেতন বা আগ্রহী নন। ফলে কৃষকগণ তাদের সংরক্ষিত এবং হাট-বাজার হতে সংগৃহীত বীজের

গুণগতমান না জেনে অনেক বেশী হারে বীজ মাঠে বপন করেছেন; অনেক ক্ষেত্রে তার মান ভাল না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং অধিক ফলন হতে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। এতে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণেরও অপচয় হচ্ছে।

এ সকল সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয় বীজ পরীক্ষা সুবিধা কৃষকের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে যথাসময়ে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ মেয়াদে ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১. বীজ পরীক্ষা সুবিধা দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে কৃষকদের সংরক্ষিত ও ব্যবহৃতব্য বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের অবহিতকরণ;

২. বীজের বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে ডিলারদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

৩. মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ।

২.১.২
Innovation Concept and Practice বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সরকারি কর্মকর্তাদেরকে উদ্ভাবন সম্পর্কে সম্যক ধারণাদান এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রয়োগের সুফল জনসাধারণ উপভোগ করবে এই উদ্দেশ্যে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, অধিনস্ত অফিস, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসনের ৭২০ জন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিশদ লক্ষ্যমাত্রা ও তার বিভাজন নিম্নের ছকে দেখান হল।

টেবিল- ২ : উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে মনোনয়ন ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্যাটাগরি	সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মন্তব্য
পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	২০০	১২০	৮০	৬০% প্রথম শ্রেণী ও ৪০% দ্বিতীয় শ্রেণী
সংযুক্ত দপ্তর	১০০	৭০	৩০	৭০% প্রথম শ্রেণী ও ৩০% দ্বিতীয় শ্রেণী
অধিনস্ত অফিস	২০০	১৪০	৬০	৭০% প্রথম শ্রেণী ও ৩০% দ্বিতীয় শ্রেণী
বিভাগীয় কমিশনার অফিস	২৮	২৮	-	প্রথম শ্রেণী
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১৯২	১৯২	-	প্রতি জেলা হতে ৩ জন। ২ জন জেলা প্রশাসক কার্যালয় ও একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়
মোট	৭২০	৫৫০	১৭০	

আগস্ট ২০১৩ থেকে নভেম্বর ২০১৩ সময়কালে ১৮ টি ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শতভাগ প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিতের জন্য মোট ৭৯৮ জনকে প্রশিক্ষণে আহ্বান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৬৫৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীর হার ছিল ৯১ %। এ প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে ২৫% দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেওয়া। মন্ত্রণালয়/ বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দ স্থায়ীভাবে কর্মরত থাকেন। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারা অন্যত্র বদলী হয়ে গেলেও প্রশিক্ষণের সুফল যেন দপ্তর/ সংস্থা ভোগ করতে পারে সে জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণটি প্রত্যাশিত অভিঘাত (outcome) কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা "Installing Innovation in the Public Services in Bangladesh: An Assessment of GIU's Training on Innovation" শীর্ষক গবেষণায় এ প্রতিবেদনের অন্যত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১.৩ নাগরিক অধিকার সনদ

নাগরিক সেবার মানোন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগের পাশাপাশি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কার্যকরী সিটিজেন্স চার্টার (Citizen's Charter) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন অবদান রেখে আসছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল হালিম বিভিন্ন জেলায় নিয়মিত পরিদর্শন অন্তে মাঠ পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের 'সিটিজেন্স চার্টার' কে আরো জনবান্ধব করার নিমিত্তে কিছু পরামর্শমূলক মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করেন। এর প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে উক্ত পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুসারে মাঠ প্রশাসনের নাগরিক সনদ বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং করছে জিআইইউ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক UNDP এর সহায়তায় বাস্তবায়নকৃত CSCMP (Civil Service Change Management Programme) এর অধীন পরিচালিত "Capacity Building for the Citizen's Charter Implementation at the DC Offices & Service Process Simplification Methods and Techniques" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার মান্যবর হাইকমিশনারের সাথে সিটিজেন্স চার্টার বিষয়ে মতবিনিময়

সিটিজেন্স চার্টার বা নাগরিক অধিকার সনদ কর্মতালিকাকে অফিসের ওয়েবসাইটে দেওয়া বা দেওয়ালে ঝুলানো বুঝায়না। এটি নাগরিকের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কাজের তালিকাও নয়। এটি এমন একটি চার্ট যাতে কোন একটি সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকে। ঐ চার্ট মেনে অফিস সেবা দিতে বাধ্য। এই চার্ট অফিসের জন্য দায় এবং জনগণের জন্য অধিকার।
এছাড়া, নাগরিক সেবার উৎকর্ষ সাধনের জন্য 'সিটিজেন্স চার্টার' কে আরো ব্যবহারবান্ধবকরণ এবং 'ফ্রন্ট ডেস্ক' এর সেবার মানোন্নয়ন ও সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ (Service Process Simplification) এর মাধ্যমে সিটিজেনস্ চার্টারের সুবিধা নাগরিকের নিকট সহজে পৌঁছানোর লক্ষ্যে জিআইইউ কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে টাঙ্গাইল জেলাকে একটি মডেল জেলা (Model District) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রয়াসের একটি সাফল্য গাঁথা উদাহরণ হিসেবে নিম্নে বিবৃত হলোঃ

২.১.৩.১ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সমাহিতকরণ কালে সরকারি অনুদান প্রদান

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সরকার প্রদত্ত অনুদান এখন টাঙ্গাইল জেলায় প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের সমাহিতকরণের পূর্বেই তার আপনজনদের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়। ইতোপূর্বে এ অনুদান প্রদানের জন্য একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হতো। এ প্রক্রিয়ায় প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার কোন আপনজনকে অনুদানের অর্থ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন কার্যালয়ের প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল বরাবরে আবেদন করতে হতো।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ সহকারে জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করতেন। অতঃপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কয়েকটি আবেদন জমা হলে অনুমোদনের জন্য নথিতে উপস্থাপন করা হতো। জেলা প্রশাসকের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুদানের টাকা ক্রস চেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে প্রেরণ করা হতো। আবার কোন কোন সময় বরাদ্দ না থাকলে মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দের জন্য লিখতে হতো। এতে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকারী/ পোষ্যদের নিকট দাফন, কাফন বা সৎকারের টাকা প্রদান করতে আট হতে দশ মাস পর্যন্ত অথবা ক্ষেত্রবিশেষে আরো বেশী সময় লেগে যেত। অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ধারদেনা করে দাফন/ সৎকারের ব্যবস্থা করতে হতো, যা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও সরকার উভয়ের জন্যই বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো। ফলে সরকারের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অনেকটাই ম্লান হয়ে যেত।

বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'সিটিজেন্স চার্টার' বিষয়ক কর্মশালা

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট টাংগাইল জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উদ্যোগ নেয়। বিগত ১৫ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের এক আলোচনায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জানান যে, প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে সরকারি অনুদান তার পরিবারের কাছে হস্তান্তরের দ্বারা উদ্ভূত সমস্যার নিরসন সম্ভব। অতঃপর এ বিষয়ে জিআইইউ একটি বিকল্প উপায় বের করে। তদানুযায়ী জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলন করে কিছু অর্থ পূর্বেই উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রদান করে রাখেন। কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর গার্ড অফ অনার প্রদানের জন্য যাওয়ার সময় জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা তাদের প্রতিনিধি নির্ধারিত আবেদন ফরম ও দরকারি পরিমাণ নগদ অর্থ সাথে নেন। অতঃপর আবেদনপত্রে প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকারী/ পোষ্যের স্বাক্ষর ও সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সুপারিশ গ্রহণ করে, সরকার নির্ধারিত হারে নগদ টাকা সেখানেই প্রদান করেন। অধিকন্তু জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল তার কাছে বরাদ্দকৃত অর্থ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ আনার ব্যবস্থা করেন। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে টাঙ্গাইল জেলায় এ সংক্রান্ত সেবার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় সমাহিতকরণ

সহজিকরণের পূর্বে টাকা প্রদানের সময়কাল

মুক্তিযোদ্ধার নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুবরণের তারিখ	অনুদান প্রদানের তারিখ
মো: আবু হানিফ	০২ জুন ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মো: মোতাহের আলী	০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মো: হযরত আলী	০৫ মার্চ ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মো: আ: ছামাদ	০৫ আগস্ট ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মো: গোলাম রহমান	২৯ জুন ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মো: মোবারক আলী	১৩ নভেম্বর ২০১২	০৮ জুন ২০১৪
মো: খবির হোসেন	১৬ নভেম্বর ২০১২	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মো: আমিনুর রহমান	১৯ জুলাই ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪

সহজিকরণের পরে টাকা প্রদানের সময়কাল

মুক্তিযোদ্ধার নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুবরণের তারিখ	অনুদান প্রদানের তারিখ
মহি উদ্দিন	১৮ জানুয়ারি ২০১৫	১৮ জানুয়ারি ২০১৫
শাহ মো: গোলাম কবির	২২ জানুয়ারি ২০১৫	২২ জানুয়ারি ২০১৫
সিরাজ উদ্দিন	২৪ জানুয়ারি ২০১৫	২৪ জানুয়ারি ২০১৫
শ্রী বলরাম চন্দ্র বর্মণ	২৮ জানুয়ারি ২০১৫	২৮ জানুয়ারি ২০১৫
ইন্তাজ আলী	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
মোঃ.আবুল কাশেম	০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
নূর আহম্মদ	২০ মার্চ ২০১৫	২০ মার্চ ২০১৫
আমিনুর রহমান খান	২৬ মার্চ ২০১৫	২৬ মার্চ ২০১৫
মীর আবুল হোসেন	২৭ মার্চ ২০১৫	২৭ মার্চ ২০১৫
মোসা সাজেদা বেগম	৩১ মার্চ ২০১৫	৩১ মার্চ ২০১৫
মো: বছির দেওয়ান	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
আ: আজিজ মিয়া	১৭ এপ্রিল ২০১৫	১৭ এপ্রিল ২০১৫
হাবিবউল্লাহ	১৮ এপ্রিল ২০১৫	১৮ এপ্রিল ২০১৫
আব্দুল হামিদ	১৯ এপ্রিল ২০১৫	১৯ এপ্রিল ২০১৫
সামছুউদ্দিন	১৫ এপ্রিল ২০১৫	১৫ এপ্রিল ২০১৫

উল্লিখিত তথ্য থেকে সহজেই দেখা যায়, পূর্বের পদ্ধতিতে কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুবরণের পর থেকে অনুদান প্রাপ্তির গড় সময় ১০ মাসেরও বেশী। পক্ষান্তরে নতুন প্রবর্তিত পদ্ধতিতে এই সময় মাত্র ১ দিন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। পূর্বের পদ্ধতিতে প্রাপক বরাবরে অনুদানের অর্থ পৌঁছানোর পরিবর্তে, অনুদান প্রদানের প্রক্রিয়াকে যথাযথ রাখার দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো। বর্তমান পদ্ধতিতে অনুদান যথাসময়ে প্রদানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ জন্যে জেলা প্রশাসন একদিকে বরাদ্দের অর্থ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে চাহিদা অনুসারে অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করছেন, অন্যদিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের হাতেও কিছু অর্থ সব সময় নগদ থাকছে। ফলে গতানুগতিক পদ্ধতি নির্ভর ধারা থেকে জেলা প্রশাসন বেরিয়ে এসেছে। তাছাড়া এটি পদ্ধতি নির্ভর প্রশাসনকে ফলাফল ধর্মী প্রশাসনে উন্নীত করেছে।

আপাতদৃষ্টিতে সামান্য পরিবর্তন মনে হলেও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তার আপনজনদের সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকান্তরে উদ্ভাবনী এ ধারণা সরকারের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে উজ্জ্বল করেছে। অসংখ্য অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। জাতীয় ও সামাজিক জীবনে এ পরিবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম।

২.১.৪ সিটিজেন্‌স চার্টার বিষয়ক কর্মশালা

সিটিজেন্‌স চার্টারকে আরো ব্যবহার বান্ধব, জনমুখী ও কার্যকর করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২টি, বগুড়া জেলায় ১টি, নাটোর জেলায় ১টি ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১টি কর্মশালা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে যাতে আনুমানিক ২৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত কর্মশালাসমূহে জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঢাকায় অনুষ্ঠিত কর্মশালা ২টিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী জেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ঝালকাঠি, ভোলা, পিরোজপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট, রাজশাহী, বগুড়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, বরিশাল, টাঙ্গাইল। অধিকন্তু, নাগরিক অধিকার সনদকে ব্যবহার বান্ধব করার জন্য জিআইইউ এর মহাপরিচালক ফেনী, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, বরগুনা, পটুয়াখালি, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত সভায় যোগদান করেন। এতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ অংশগ্রহণ করেন।

জনবান্ধব নাগরিক অধিকার সনদ ছক :

ক্রমিক নং	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সময় (ঘন্টা/ দিন/ মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির স্থান	ফি/ চার্জ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার নাম, পদবী, বাংলাদেশের কোড, জেলা/ উপজেলা কোড সহ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল	উর্ধতন কর্মকর্তা, যার কাছে আপীল করা যাবে (কর্মকর্তার নাম, পদবী, বাংলাদেশের কোড জেলা/ উপজেলা কোড সহ টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

২.১.৫ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহ তাদের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে জুলাই/ ২০১৪ থেকে অক্টোবর ২০১৪ সময়কালে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ১৪৬ জন কর্মকর্তাকে তিনটি ব্যাচে তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অধিক সংখ্যক কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ ইউনিটের সহযোগিতা চাইলে জিআইইউ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গমন করে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ ২০টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও ৯১টি সংস্থার ৫ শতাধিক কর্মকর্তাকে দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয় সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সহ ঐ টিমের সদস্যদের জন্য মে ২০১৫ ও জুন ২০১৫ মাসে ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৫টি ব্যাচে ৩২ টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ২০০ কর্মকর্তাকে এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হয় ।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২.১.৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে এ কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থাগুলোকে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। সংস্থাসমূহের অধিকাংশ কর্মকর্তাকে এ পদ্ধতি বিষয়ে দক্ষ করার জন্য ২২ জুন, ২০১৪ ও ২৩ জুন ২০১৪ তারিখে ৫০ জন কর্মকর্তাকে ২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আশ্রায়ণ-২ প্রকল্পকে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির আওতায় আনয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে চুক্তির সংযোজনীতে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। কর্মসম্পাদন চুক্তিকে পূর্ণ অবয়ব দেয়ার জন্য সংস্থার সাথে কর্মকর্তাদের চুক্তির প্রয়োজনীয়তা থাকায় সংস্থাভুক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা পরিমাপের জন্য বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের পাশাপাশি পারফর্ম্যান্স অ্যাপ্রাইসাল পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে চালুর লক্ষ্যে এ সকল সংস্থার ৫০ জন কর্মকর্তাকে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ে ১টি ব্যাচে ১৫, ১৬ ও ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২.২ উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন

২.২.১ পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয়

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উপর ন্যস্ত কার্যাবলী সুচারুভাবে সম্পাদন এবং দৃশ্যমান করার ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদনকালে সুশাসন বা নাগরিক সেবা প্রদান বিষয়ে অনেক সৃজনশীল উদ্ভাবনের উদাহরণ রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যেও অনেক উদ্ভাবনমূলক ধারণা/ প্রস্তাব রয়েছে। অনুকুল পরিবেশের অভাবে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা এ ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবন বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক সৃজনশীল কার্যক্রমকে সর্বক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান বা পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত আইন ও বিধির বাইরেও কোন সমস্যার উদ্ভাবনমূলক সমাধানকে নিরুৎসাহিত করা হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে জিআইইউ কাজ করছে। জিআইইউ এর কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৮টি মন্ত্রণালয়কে পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয় হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। মন্ত্রণালয়সমূহের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত ইউনিটকে (শাখা/ অধিশাখা/ অনুবিভাগ) ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান এবং কর্মরত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Work Improvement Team (WIT) গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়সমূহ প্রথম দিকে ১৫টি নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ করেছিল (নিচের ছকে প্রদর্শিত)। জিআইইউ মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি ও তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান করেছে। উদ্ভাবনকে এখন মন্ত্রণালয় ও এর আওতভুক্ত সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ভুক্ত করার লক্ষ্যে এ ইউনিট কাজ করছে। এজন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ইনোভেশন তথা উদ্ভাবনকে একটি আবশ্যকীয় কার্যক্রম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

টেবিল-৪: পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয়/ বিভাগের উদ্ভাবনী প্রস্তাব বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মন্ত্রণালয়	উদ্যোগ	মন্তব্য
কৃষি মন্ত্রণালয়	(ক) অনলাইন সার মনিটরিং ব্যবস্থা প্রচলন। (খ) অনলাইন বীজ মনিটরিং ব্যবস্থা প্রচলন।	বাস্তবায়িত
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	(ক) Developing Urban Volunteer. (খ) EGPP MIS. (গ) Early Warning Dissemination using Voice SMS for DM.	বাস্তবায়িত
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	(ক) রংপুর বিভাগের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন এমপিও ব্যবস্থা প্রবর্তন ।	বাস্তবায়িত
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	(ক) অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তন। (খ) অনলাইন ক্রয় কার্যক্রম প্রবর্তন।	বাস্তবায়িত
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	(ক) প্রতিটি থানায় অনলাইন জিডি দাখিল করার ব্যবস্থা প্রণয়ন। (খ) পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণে পুলিশ ভেরিফিকেশন বাতিল করে। অনলাইনে আবেদন দাখিল ও অনুমোদন ব্যবস্থা প্রবর্তন।	
ভূমি মন্ত্রণালয়	(ক) ডিসি অফিস হতে ভূমি রেকর্ড যথাসময়ে প্রদান। (খ) এলটি নোটিস সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস। (গ) কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া সহজিকরণ ।	ক) নং উদ্যোগ টি বাস্তবায়িত
স্থানীয় সরকার বিভাগ	(ক) কম্প্রিহেন্সিভ ডেটাবেজ স্থাপন এবং ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে কর প্রদান ব্যবস্থা প্রবর্তন। (খ) ঢাকা (উত্তর) সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার অটোমেশন।	

২.২.২ উদ্ভাবনী প্রস্তাবসমূহের মনিটরিং ও সমন্বয়

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জিআইইউ কর্তৃক পরিকল্পনা অনুযায়ী পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয় এবং সকল স্তর থেকে ইনোভেশন প্রস্তাবনা আহবান করা হয়েছে। পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয় এবং সরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে এ পর্যন্ত ৬০ টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে, ফরমালিনমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মিড-ডে মিল কর্মসূচী গ্রহণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে মিকাই মডেল অনুসরণে মানসম্মত শিক্ষা প্রবর্তন, উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদনে তরল সার (ম্যাজিক গ্রোথ) উদ্ভাবন, আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে গ্রাম পুলিশ আধুনিকায়ন, কার্গো ড্রপিং প্যারাস্যুটের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় যথাসময়ে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ স্থানান্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় শুকনো বীজতলায় চারা উৎপাদন, পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জিআইইউ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে পত্র দেয়াসহ অগ্রগতি অনুসরণ করা হয়েছে। গৃহীত কৌশলপত্র অনুযায়ী পরিকল্পনাসমূহকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বিন্যস্ত করে জিআইইউ জনসাধারণের চাহিদাকে সামনে রেখে শাসনব্যবস্থায় গুণগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

২.২.৩ বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্ভাবনী কার্যক্রম

বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক সমস্যা। বিভিন্ন তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে সংঘটিত বিবাহের অর্ধেকের বেশী বাল্যবিবাহ। এ ইউনিটের গবেষণায় দেখা যায় যে, বাল্যবিবাহের জন্য দায়ী যে সকল কারণকেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, যিনি বিবাহ পড়িয়ে থাকেন তার সহায়তা ছাড়া পাত্র-পাত্রী, অভিভাবক বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তির পক্ষে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সুতরাং বিবাহ সম্পন্নকারীদেরকে নিয়মনিষ্ঠ করা গেলে বাল্যবিবাহ নির্মূল করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক, পুরোহিতসহ অন্য যারা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন তাদেরকে আইন মেনে বিবাহ পড়াতে বাধ্য করা। এদের মধ্যে রয়েছে মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষকসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় শিক্ষক, মৌলভী, ঠাকুর, পুরোহিত ইত্যাদি। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের বাল্যবিবাহ নিরোধের উদ্ভাবনের মূল হচ্ছে সরকারি নিয়োগপ্রাপ্তসহ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিবাহ সম্পন্নকারীদের আইন মেনে বিবাহ পড়াতে বাধ্য করা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালকবৃন্দের সাথে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা

এজন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় এদের তালিকা বা ডাটাবেইজ করে বিবাহ সম্পর্কিত আইন বিষয়ে এদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া। প্রশিক্ষণের মূল বিষয় হচ্ছে ছেলে ও মেয়ের বিবাহের নূন্যতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ নিশ্চিত হয়ে বিবাহ পড়ানো।

বিবাহ পড়ানোর ১ মাসের মধ্যে বিবাহ নিবন্ধকের মাধ্যমে বিবাহ নিবন্ধিত করা না হলে যিনি বিবাহ পড়ান, তার শাস্তি সম্পর্কে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়া।

তাছাড়া, এতে সম্ভাব্য যে সকল ব্যক্তি বিবাহ পড়ান তাদের মোবাইল ফোননম্বর সহ এলাকাভিত্তিক তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাছে থাকার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং কোন এলাকায় বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের সংবাদ পেলে ঘটনাস্থলে না গিয়েই তালিকাভুক্তদের সতর্ক করা এবং তাদের মাধ্যমেই জানা যাবে বিবাহটি কে পড়াচ্ছেন। কে বিবাহ পড়াবেন তা আগেভাগে জানা গেলে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বেই এবং ঘটনাস্থলে না গিয়ে তা বন্ধ করা যাবে।

এছাড়া জিআইইউ কর্তৃক শতভাগ বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জিআইইউ'র বিশদ কৌশল এতদসংক্রান্ত পৃথক আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিবাহ অনুষ্ঠানের সংবাদ পেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে বিবাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ বিবাহ ছুটির দিনে এবং রাত্রে সম্পন্ন হয়। তাই বাল্যবিবাহ বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বক্ষণিকভাবে সতর্ক থাকতে হয়। এর পরেও বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছাতে বিলম্ব হলে বিবাহ বন্ধ করা যায়না। ফলে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায় ।

পক্ষান্তরে, জিআইইউ উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে সময়, শ্রম কম লাগবে। বিদ্যমান আইনের পরিবর্তন, সংশোধন ব্যতিরেকে একে কার্যকরী করা যাচ্ছে। এতে তেমন বাড়তি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। এই পদ্ধতির ফলপ্রসূতা বিষয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টেবিল-৫ : বাংলাদেশে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে বিভাগ ভিত্তিক প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহ

ক্রমিক	বিভাগ	প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা	
		২০১৩ সাল	২০১৪ সাল
১.	ঢাকা	৫০১	৮৮১
২.	চট্টগ্রাম	৪৮৬	৬০৪
৩.	রাজশাহী	৭৭৫	৮৪২
৪.	খুলনা	৫৫২	৭৪৭
৫.	সিলেট	১২৬	১৭৮
৬.	বরিশাল	২৬০	২৭১
৭.	রংপুর	৫৬৬	৮৭৪
	মোট	৩২৬৬	৪৩৯৭

২.২.৪ বাল্যবিবাহ নিরোধে কর্মশালা

জিআইইউ'র উদ্ভাবনী ধারণা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত করা এবং বাল্যবিবাহ নিরসনকে গতানুগতিক ধারার বাহিরে নেয়ার জন্য জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে যে সকল কর্মকর্তাগণ এ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে তাদের সমন্বয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এপ্রিল-জুন ২০১৫ সময়ে ৮টি সভা এবং কর্মশালা/ সেমিনারের আয়োজন করেছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তথ্য

পর্যায়	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তরের নাম	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৪
	আইন ও বিচার বিভাগ এবং মহানিবন্ধক রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তর	১২
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১০
	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৫
মাঠ পর্যায়	জেলা ও উপজেলা প্রশাসন	১৩৪
	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	৪০
	জেলা রেজিস্ট্রার	১৭
	উপ পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	১৭
	মোট :	২৪৩ জন

২.২.৫ জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায় অবৈধভাবে কিডনী বিক্রি ও প্রতারণা প্রতিরোধে কার্যক্রম

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কতৃক Innovation Concept & Practice of Government Officials শীর্ষক আয়োজিত ৩ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের দলগত একটি আলোচনায় জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায় বেআইনিভাবে কিডনী বিক্রি ও প্রতারণা বিষয়ক সমস্যা উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে এ ইউনিট কর্তৃক পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট এর সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে তাদের গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করে এবং এ সমস্যাটির পেছনে নিম্নলিখিত কারণসমূহ চিহ্নিত করে, যথা :

১. দারিদ্র্য
২. দ্রুত ধনী হওয়ার আকাঙ্খা
৩. শিক্ষার অভাব
৪. পরবর্তী স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে অজ্ঞানতা
৫. প্রতারক চক্রের উপস্থিতি
৬. অপর্যাপ্ত সামাজিক সচেতনতা
৭. ক্ষুদ্র ঋণে কিস্তি পরিশোধে অক্ষমতা
৮. ভুল তথ্য দিয়ে আকৃষ্ট করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত কারণগুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক স্থানীয় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রমকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বেশ কিছু সুপারিশ করা হয় যেমন:

১. দারিদ্র নিরসনে স্থানীয় কুটির শিল্পের বিকাশে স্বল্প ঋণে ক্ষুদ্র ব্যবসাকে উৎসাহিত করা
২. কিডনী বিক্রির কাজে নিয়োজিত দালালদের মনিটরিং এর আওতায় আনা
৩. এ সম্পর্কিত আইনের প্রয়োগ
৪. প্রশাসনের নিয়মিত মনিটরিং
৫. পরবর্তী প্রয়োজনে জেলা প্রশাসন জয়পুরহাটে এ সংক্রান্ত তথ্য সমূহ সংরক্ষণ করা

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগে সাড়া দিয়ে জেলা প্রশাসন জয়পুরহাট ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে অধিক তৎপর হন। বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও এনজিওদের নিয়ে সভা সমাবেশ, স্থানীয়ভাবে প্রচারণা ও আইন-শৃংখলা বাহিনীকে দিয়ে গোয়েন্দা নজরদারির ব্যবস্থা নিয়েছে জেলা প্রশাসন। ফলশ্রুতিতে এ এলাকা থেকে কিডনি পাচারের সংবাদ পত্র পত্রিকায় দেখা যায় না ।

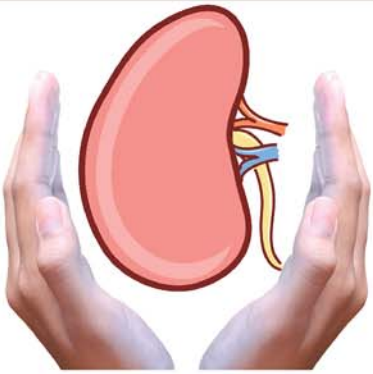

২.২.৬ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর রেকর্ডরুম হতে মৌজা ম্যাপ প্রদান সংক্রান্ত সেবা সহজিকরণ

সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রমের সুফল সুনির্দিষ্ট সময়সীমায় সুপরিকল্পিতভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত ইউনিট হিসেবে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজিকরণের মাধ্যমে দ্রুত ও সাশ্রয়ী সেবা নিশ্চিত করা এর আওতাভূক্ত। এরই ধারাবাহিকতায় মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের কতিপয় সেবা জনবান্ধব করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের রেকর্ডরুম থেকে মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করতে গিয়ে তা না পেয়ে অনেকেই বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন।

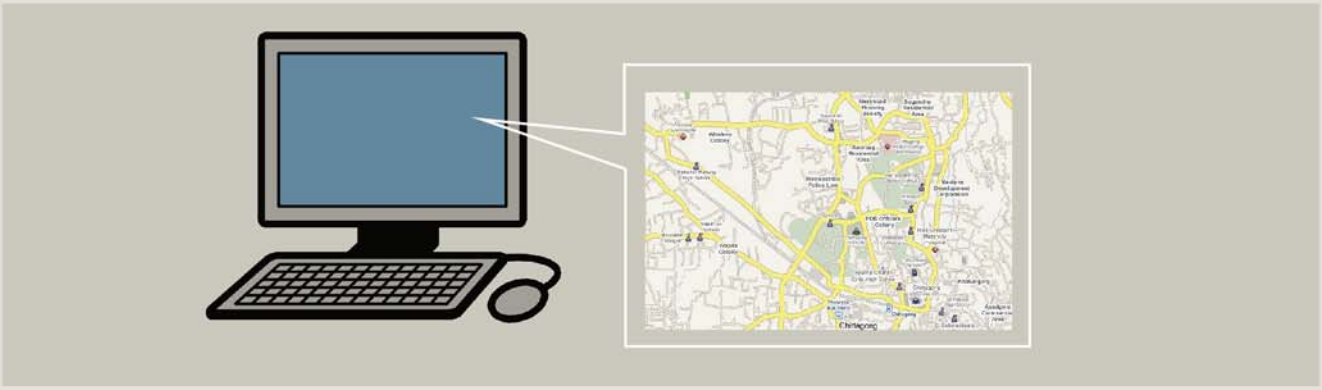

জিআইইউ এ বিড়ম্বনার কারণ অনুসন্ধান করে। এতে দেখা যায়, ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে কোন ব্যক্তি আবেদন করার পর তা যথারীতি রেকর্ডরুম শাখায় প্রেরণ করা হয়। রেকর্ডরুম শাখায় মৌজা ম্যাপ মজুদ থাকলে তা ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। আর মৌজা ম্যাপ মজুদ না থাকলে তা আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন কারণে সময়ে সময়ে মাঠ পর্যায়ে জনগণের সেবা না পাওয়ার ফলে সৃষ্ট ভোগান্তিকে গুরুত্ব না দেয়া বা জনগণের ভোগান্তিকে গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন না করার সংস্কৃতির কারণে মৌজা ম্যাপ না পাওয়ায় জনগণের ভোগান্তিকে কখনও সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়নি।

সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ ও নাগরিক অধিকার সনদের মূল কথা হল তুলনামূলক কম সময়ে, কম খরচে ও বিড়ম্বনা ছাড়া সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। পূর্বের গতানুগতিক সেবাদান প্রক্রিয়া থেকে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এখানে অফিসের সুবিধা-অসুবিধার চেয়ে সেবা গ্রহীতাদের সুবিধার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

সুতরাং সেবা গ্রহিতাদের মৌজা ম্যাপ সরবরাহ সেবাদানে উন্নতি ঘটানোর জন্য জিআইইউ জেলা প্রশাসকগণকে নিম্নরূপ পরামর্শ প্রদান করে :

১. বিদ্যমান মজুদ পরীক্ষা এবং মাইক্রোসফট এক্সেল ডেটাবেজ প্রস্তুত করা। ডেটাবেজ প্রস্তুতকালে কোন মৌজার ম্যাপ মজুদ না থাকলে বা একেবারে কম থাকলে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকে তা সংগ্রহ করা;

২. রেকর্ডরুমে রক্ষিত মৌজা ম্যাপসহ জনগণের প্রাপ্য অন্যান্য রেকর্ড এর মজুদ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের ডেটাবেইজ এর সাথে ফ্রন্ট ডেস্কে রক্ষিত কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপন;

৩. কোন মৌজার ম্যাপের মজুদ কমে আসলে তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত সময় পূর্বেই পুনরায় মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকে তা সংগ্রহ করার মাধ্যমে মজুদ হালনাগাদ করা।

এই প্রক্রিয়া সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে মৌজা ম্যাপের সরবরাহ এবং রেকর্ডরুম সংক্রান্ত সেবাসমূহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হবে। এ কাজগুলো সম্পন্ন করার পন্থাও জেলা প্রশাসকগণকে উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জিআইইউ'র উদ্যোগে এ বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসকগণ ইতিবাচক সাড়া দেন। তাঁরা মৌজা ম্যাপের হাল নাগাদ তথ্য মাইক্রোসফট এক্সেল এ সংরক্ষণ করেন। যে সকল মৌজার ম্যাপ পর্যাপ্ত ছিলো না, তা মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করে সকল মৌজার ম্যাপের মজুদ পর্যাপ্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। যেমন সিরাজগঞ্জ, পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা, নাটোর, কুড়িগ্রাম, ঢাকা, চুয়াডাঙ্গা, পঞ্চগড়, হবিগঞ্জ সহ যে সকল জেলায় মৌজা ম্যাপ পর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেছে। নড়াইল জেলায় মৌজা ম্যাপের তথ্য জেলা প্রশাসনের ওয়েব পোর্টাল এ প্রদান করা হয়েছে।

ফলশ্রুতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গমন না করে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র একবার গমন করেই সেবা গ্রহিতাগণ জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে মৌজা ম্যাপের হাল নাগাদ তথ্য জানতে পারছেন। ফলে জিআইইউ'র এই উদ্ভাবনী ধারণাটি মাঠ পর্যায়ের তিনটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান ব্যতীত সকল জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২.২.৭ উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে বিয়ামে "Innovation in service delivery" উদ্ভাবন বিষয়ে পাথ ফাইনডার মন্ত্রণালয় সমূহ, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রফেসর ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং আব্দুস সোবহান সিকদার, সিনিয়র সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ ৬টি দলে বিভক্ত হয়ে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন বিষয়ে সুপারিশ তুলে ধরেন।

১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে সিলেট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের মিলনায়তনে, "Improving service delivery: Challenges and opportunities at local and field level" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, ডিআইজি সিলেট এবং এ বিভাগের জেলা প্রশাসকগণ সহ সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, এনজিও ও মহিলা প্রতিনিধিসহ ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য ছিল "সেবার মান উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণে মাঠ প্রশাসনের ভূমিকা"। এ কর্মশালা থেকে স্থানীয় সমস্যা জড়িত কতগুলো উদ্ভাবনী ধারণা উঠে আসে।

চট্টগ্রাম বিভাগে অনুষ্ঠিত Sustainable Innovation in Public Sector শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী

একই বিষয়ে ৫ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে খুলনায় একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনার খুলনা, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এ বিভাগের জেলা প্রশাসকগণসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, মহিলা সমাজসেবী ও এনজিও প্রতিনিধিসহ ৬০ জন এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে জনগণ অধিকাংশ সেবা গ্রহণ করে, এ জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী ধারণাগুলোকে বিকশিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এ কর্মশালা থেকে উঠে আসে ।

এছাড়া ২০১৩ সালের ১৩ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বিভাগে 'Sustainable Innovation in Public Sector- The Chittagong Division Perspective' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গহর রিজভী প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্মশালা উদ্বোধন করেন। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, এ বিভাগের জেলা প্রশাসকসহ ৫০ জন কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও এ ইউনিটের কর্মকর্তারাও এতে অংশগ্রহণ করেন।

রংপুরে অনুষ্ঠিত জিও-এনজিও সহযোগিতা বিষয়ক কর্মশালা

২০১৩ সালের ৬ জুলাই তারিখে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি/ বেসরকারি কর্মকর্তা, উদ্যোক্তা, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন স্টেক-হোল্ডারবৃন্দের সমন্বয়ে 'GO-NGO Collaboration for Innovation in Public Service Delivery at the local level' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আখতারী মমতাজ। সরকারি সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ একসাথে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া যায়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের Civil Service Change Management Program (CSCMP) কর্মশালাগুলোর অর্থায়ন করে।

২.২.৮ পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ

বাংলাদেশে পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া পূর্বের তুলনায় অনেক আধুনিক ও সহজ হয়েছে। বিদ্যমান প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট উপলব্ধি করেছে যে, পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও বেশি সহজতর, হয়রানিমুক্ত এবং নাগরিকবান্ধব করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উপস্থিতিতে ইউনিট চিফ প্রফেসর ড. গওহর রিজভী'র সভাপতিত্বে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ একটি 'স্টেক হোল্ডার কনসাল্টেশন সভা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ সংক্রান্ত ১০টি উদ্ভাবনী প্রস্তাব পেশ করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ হলো জাতীয় ভোটার ডেটাবেইজ হতে আবেদনকারীর তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে আবেদনকারীকে দীর্ঘ ফরম পূরণের প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি প্রদান, পাসপোর্ট বই এর চাহিদার ভিত্তিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি, পাসপোর্টে টেলিফোন নম্বরের স্থানে আর্ন্তজাতিক কোড অর্থাৎ '+৮৮' ব্যবহার, পাসপোর্টের বৈধতার মেয়াদ বাড়ানো ইত্যাদি।

এর ধারাবাহিকতায়, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা এবং যোগাযোগের মাধ্যমে গত ১৪ অক্টোবর ২০১৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সভায় ১৫ বছরের উর্ধ্বে সকল বাংলাদেশী নাগরিকের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের বৈধতার মেয়াদ ৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি, নাগরিকগণ এবং বিশেষ করে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে পাসপোর্টের পৃষ্ঠার সংখ্যা ৬৪ তে উন্নীতকরণ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের অবসরোত্তর ছুটি শুরুর পর এক বছর পর্যন্ত সরকারি পাসপোর্ট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির মতো নাগরিকবান্ধব এবং উদ্ভাবনী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিস্টরা কাজ করছেন।

২.৩ গবেষণা

২.৩.১ জিআইইউ কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা যাচাইয়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্যোগে পরিচালিত সমীক্ষা

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট তার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সুশাসন এবং নবতর উদ্ভাবনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ মন্ত্রণালয়গুলোকে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। একই সাথে সেবা প্রদানে মন্ত্রণালয়গুলোর সাফল্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে তাদের ভূমিকাকেও উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে এবং কর্মকর্তাগণ সেবা প্রদান সহজিকরণের ক্ষেত্রে কি ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন তা নিরূপনের জন্য একটি সমীক্ষা (Study) পরিচালনা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম এর নেতৃত্বে সমীক্ষাটি পরিচালিত হয় যার প্রেক্ষিতে Installing Innovation in the Public Services in Bangladesh: An Assessment of GIU's Training on Innovation শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

২.৩.২ বাল্যবিবাহ রোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর পরিচালিত সমীক্ষা

বিকল্প উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর এ প্রচেষ্টার আউটপুট নিরূপনের জন্য একটি সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সাথে এ কাজে সম্পৃক্ত সংস্থা, যেমন জেলা প্রশাসক, জেলা রেজিস্ট্রার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারি অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে দেশের ০৭ টি বিভাগের উপজেলা পর্যায়ে এ সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে।

২.৩.৩ খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধে বিকল্প প্রিজারভেটিভ কিটোসান এর ব্যবহার

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড.গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ শীর্ষক সভায় ফরমালিন এর বিকল্প প্রিজারভেটিভ এবং কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য কমিটিতে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সভাপতি এবং মহাপরিচালক, গর্ভনেন্স ইনোভেশন ইউনিট সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া খাদ্যে ফরমালিন বা ভেজাল রোধ বিষয়ক সভা ও কর্মকান্ড সমন্বয়ের জন্য জিআইইউ কে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফরমালিন ব্যবহার রোধে কিটোসান নামক রাসায়নিক পদার্থের উপর পরীক্ষাগারে আরো গবেষণা কার্যক্রম চালানোর জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী ড. মোবারক আহমেদ খান কাজ করে যাচ্ছেন। গবেষণা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট "দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক কর্মসূচির গবেষণা খাত হতে ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে।

২.৪ লিয়াজোঁ ও আউটরিচ

২.৪.১ অবহিতকরণ কর্মশালা

উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে যে সহজে, স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং প্রচলিত আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকেই নাগরিকদের উন্নততর সেবা প্রদান করা সম্ভব, এ ধারণাটি সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার (Disseminate) লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা এবং রংপুর বিভাগে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। যেহেতু সরকারের অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মকান্ড/ সংস্কার কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়, তাই স্থানীয়/ মাঠ পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ তুলনামূলক ভাবে বেশি অংশগ্রহণমূলক, কার্যকর এবং নাগরিককেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ের সমস্যা চিহ্নিত করার মানসে কর্মশালাগুলো আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাকি সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ও জিআইইউ প্রধান প্রফেসর ড. গওহর রিজভী এবং মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। কর্মশালায় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, বিভিন্ন জেলা-উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি সংস্থার সদস্য, স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, চেম্বার এবং নারী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

০৬ মে ২০১৩ তে অনুষ্ঠিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুল অব গভর্নেন্স এর সাথে জিআইইউ এবং পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবইনার।

২.৪.২ সুশাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিএসসিএমপি ও জিআইইউ কর্তৃক ১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৩ তিন দিন ব্যাপি "বাংলাদেশের জনপ্রশাসন ও সুশাসনের চার দশক" বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় জনপ্রশাসন বিষয়ক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবিগণ অংশগ্রহণ করেন ।

অবহিত করণ কর্মশালা

২.৪.৩ ইনোভেশন বিষয়ক ওয়েবইনার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের উদ্যোগে সাতটি পাথফাইন্ডার মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্বরাষ্ট্র, কৃষি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা) মোট ২৮ জন কর্মকর্তাদের (প্রতিটি মন্ত্রণালয় হতে ৪ জনের সমন্বয়ে গঠিত) নিয়ে ইনোভেশন বিষয়ক তিনটি ওয়েবইনার অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন বিষয়ক প্রফেসর ড. ইউরিট এবং মিজ লিন্ডা এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

২.৪.৪ সাসটেইনেবল পাবলিক সেক্টর পারফর্ম্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট তার আউটরিচ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইনোভেশন, গভর্নেন্স, পাবলিক পলিসি ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা ও প্রায়োগিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর ধারাবাহিকতায়, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের "কার্টিন ইউনিভার্সিটি সাসটেইনেবল পলিসি ইন্সটিটিউট" (সিইউএসপি) গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সাথে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা এ কর্যালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।

সিইউএসপি সাধারণত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী, পরিবেশ, সুশাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, পাবলিক পলিসি, সরকার পরিচালনা, শিল্পায়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহের সমসাময়িকতা, স্থানিক বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় উক্ত বিষয়সমূহের নাগরিক বান্ধব এবং টেকসই পলিসি বিষয়ে একাডেমিক শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে যাতে করে এই বিষয়সমূহ একটি দেশের বা অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। টেকসই উন্নয়নের এই ধারণাটি পুরনো হলেও এর সাথে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হয়েছে জাতিসংঘের প্রস্তাবিত ১৮টি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) যা বিশ্বের দেশসমূহের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

জিআইইউ এবং PMO এর কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য উত্থাপিত জনগুরুত্বপূর্ণ, নীতিগত ও কৌশলগত বিষয়াবলীতে দেশের টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থসংশ্লিষ্ট মতামত ও পরামর্শ প্রদান করা। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য অভিজ্ঞতার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন, পাবলিক সেক্টরে উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সরকারের সাম্প্রতিক পারফর্ম্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রচলনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ এবং বিশেষ করে জিআইইউ একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে। এই পদ্ধতিকে টেকসই করতে হলে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থার প্রচলন, আধুনিকায়ন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে সক্ষম ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। জিআইইউ এর কর্মকর্তাগণ এবং মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম তদারককারী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের জন্য সাসটেইনেবল পাবলিক সেক্টর পারফর্ম্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

জাতিসংঘের Sustainable Development Goals (SDGs) চূড়ান্ত হবে ২০১৫ সালে। MDG এর পরবর্তী পর্যায় হিসেবে SDG সমূহ চূড়ান্ত করা হবে এবং এর আওতায় সদস্য দেশসমূহ তাদের SDG অর্জনের কৌশলপত্র প্রস্তুত করবে। বাংলাদেশ সরকারের MDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় সকল MDG সমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং SDG সমূহ অর্জনে একটি কার্যকরী কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের এ বিষয়ে গভীর ধারণা ও প্রশিক্ষণ একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।

মূলত জিআইইউ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব, ভূমিকা ও কার্যাবলীকে বিবেচনা করে এই MOU এর আওতায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পদায়িত হবার পর একজন কর্মকর্তাকে এ কার্যালয়ে তার দায়িত্ব, ভূমিকা ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করার প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে সিইউএসপি'র একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করার ধারণা থেকে MOU তে উল্লিখিত প্রশিক্ষণের বিষয়াবলী বাছাই করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয়াবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টেকসই উন্নয়নের থিওরি ও প্রায়োগিক ধারণাসমূহ, টেকসই উন্নয়নের উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ, জাতিসংঘের SDG এর আলোকে সদস্য রাষ্ট্রের SDG অর্জনের কৌশলপত্র প্রণয়ন, টেকসই উন্নয়নে লিডারশিপ, ম্যানেজমেন্ট ও সুশাসনের ভূমিকা, পাবলিক সেক্টরে টেকসই পারফর্ম্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, দেশীয় অর্থনীতি ও উন্নয়নের অন্তর্নিহিত সক্ষমতা পরিমাপের ক্ষেত্রে টেকসই ইন্ডিজেনাস গভর্নেন্স ইনডেক্স নির্ধারণ ও এর পরিচালনা ইত্যাদি।

অধ্যায় ৩

৩.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ভূমিকা

৩.২ দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর গতিশীলতা

৩.৩ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্ক

৩.৪ Citizen's Charter:A Way Forward to Citizen Centric Governance

৩.৫ খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধে গৃহীত পদক্ষেপ

৩.৬ উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ

৩.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ভূমিকা

৩.১.১ পটভূমি

'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের দ্বারা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত প্রশাসনের সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মানসে একটি দক্ষ, কার্যকর ও গতিশীল প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরী। এ জন্য গণখাতে একটি ফলাফল ভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু একান্ত প্রয়োজন। সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অভীষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বহু দেশে ফলাফল ভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ২০০০, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গণখাতে ফলাফলধর্মী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয় বিধৃত থাকলেও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework) এবং বিচ্ছিন্নভাবে দুয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় এর প্রয়োগের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

৩.১.২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সাথে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে Performance Contract ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় পক্ষসমূহের মধ্যে আলোচনাক্রমে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নির্ণয়, বছরের শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও পূর্বনির্ধারিত মানদন্ডের আলোকে বছরের শেষে অর্জিত ফলাফলকে মূল্যায়ন, প্রক্রিয়ার চেয়ে ফলাফলকে অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং ফলাফলকে পরিমাপযোগ্যভাবে উপস্থাপন করে সম্পদ ও জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহারের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো হয়। গণখাতে বিদ্যমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা থেকে ইহা ভিন্নধর্মী এজন্য এ পদ্ধতিটি প্রবর্তন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুধাবন করা প্রয়োজন। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থা সংশ্লিষ্টদের নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাদানের মানসে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রথমেই দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে নতুন পদ্ধতি বিষয়ে খোলামেলাভাবে মতবিনিময় করে। সংস্থাগুলোর শীর্ষ নির্বাহীগণ এ পদ্ধতি প্রবর্তনে আগ্রহী হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুকূল ধারণা তৈরির জন্য সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে কয়েকটি সভা করা হয়। অতঃপর জুন ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত ৩টি ব্যাচে এ কার্যালয় ও আওতাধীন সংস্থার ১০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৪ -২০১৫ অর্থ বছরের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য বেঁধে দেওয়া সময় এর মধ্যে সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে এর আওতাধীন ৫ টি সংস্থার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সংস্থাগুলো হলো:

- বিনিয়োগ বোর্ড (Board of Investment)
- বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Export Processing Zones Authority)
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Economic Zones Authority)
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (Non-Governmental Organization Bureau)
- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস (Public Private Partnership Office)

স্মারকের শর্তানুসারে ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ।

৩.১.২.১ চুক্তিভূক্ত সংস্থাসমূহের মূল্যায়ন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন ৫টি সংস্থার (বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো) কর্মকৃতি মূল্যায়ন করা হয়। ষাণ্মাসিক ও ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন সভায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং সংস্থার প্রধান/ নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট মূল্যায়ন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। কর্মকৃতি নির্দেশক তুলনায় দেখা যায় চুক্তির ৯ (নয়) মাস মেয়াদান্তে ৪ টি সংস্থাই সার্বিকভাবে তাদের লক্ষ্যমাত্রা (মোট লক্ষ্যমাত্রার ৭৫%) অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

৩.১.২.১ আওতাধীন সংস্থাসমূহের ০৯ মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের একীভূত লেখচিত্র :

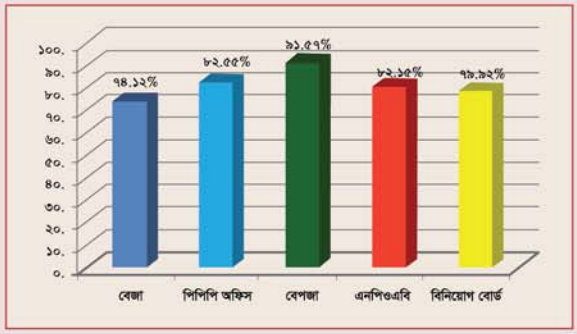

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বেপজা ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মধ্যে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সংস্থাসমূহের যে সকল প্যারামিটার এর উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মকৃতি নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

সংস্থার নাম	প্যারামিটার	প্যারামিটার ভিত্তিক অর্জনের হার (%)	৯ মাসের অর্জনের হার (%)
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৮৫.৩১	৭৪.১২
	অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ	৪৮.৫৪	
	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৩২.৫০	
	মানব সম্পদ উন্নয়ন	১৩০.১৩	
পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস	পিপিপি প্রকল্প চিহ্নিতকরণ	৫০.০০	৮২.৫৫
	পরামর্শক সেবা	৮০.০০	
	বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৫০.০০	
	পিপিপি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সংক্রান্ত কার্যক্রম	২০০.০০	
	টেন্ডার আহবান	৮৭.৫০	
	চুক্তি সম্পাদন	৪০.০০	
	প্রকল্প পরিবীক্ষণ	৬০.০০	
	বিনিয়োগ উন্নয়ন	১১৬.৬৭	
	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪০.০০	

সংস্থার নাম	প্যারামিটার	প্যারামিটার ভিত্তিক অর্জনের হার (%)	৯ মাসের অর্জনের হার (%)
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ	বিনিয়োগ আনয়ন	৫৭.৫৪	৯১.৫৭
	রপ্তানি	৯৯.৮২	
	কর্মসংস্থান	১০২.৯২	
	শ্রমিক কল্যাণ	৯৯.৩৩	
	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৭৫.০০	
	প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা	১১৪.৮০	
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	বৈদেশিক অনুদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৫৭.৩৪	৮২.১৫
	এনজিও খাতে বৈদেশিক অনুদান প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ	৮৭.২৭	
	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	৫০.২৮	
	আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৩৩.৭৪	
বিনিয়োগ বোর্ড	বিনিয়োগ প্রবর্ধনমূলক কার্যক্রম	৫৩.৫৭	৭৯.৯২
	সহজিকরণ/ সহায়তা প্রদানমূলক কার্যক্রম সম্পাদন	১০৩.৫২	
	বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা	৫৪.২৮	
	বিদেশি বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন	১০৭.০০	
	প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ	৭৫.২৭	
	বিদেশী কর্মী সেবা	৫৮.৯৮	
	প্রত্যাবাসন	৮২.৪৫	
	বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন	৯৭.৯৯	
	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫৫.৭২	
	প্রচার ও প্রকাশনা	১১০.৪১	

৩.১.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহকে প্রস্তুতকরণ

সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থায় কর্মের গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে Key Performance Indicator (KPI) ভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের জন্য এ কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব ১৫ মে ২০১৪ তারিখে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সিনিয়র সচিব/ সচিব বরাবরে একটি আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করেন।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট থেকে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তিনি পুনরায় সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগে আধা সরকারি পত্র প্রদান করেন। এ পত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালুর জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থায় কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলাকালে এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এ ইউনিটকে মন্ত্রণালয়/ বিভাগগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২১ জুন ২০১৪ তারিখে চামেলী হাউজে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ১ দিনের আন্তর্জাতিক কর্মশালা এবং সচিব কমিটির এক সভায় মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাদের KPI সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জিআইইউ কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আগস্ট ২০১৪ থেকে অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে প্রতি ব্যাচে ৫০ জন সহকারী সচিব থেকে যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ৩ টি ব্যাচে ৫১ টি মন্ত্রণালয় বিভাগের ১৪৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ।

৩.১.৪ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে গিয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান

মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুর জন্য অধিক সংখ্যক কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ ইউনিটের সহযোগিতা চাইলে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গমন করে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ ২০টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও ৯১ টি সংস্থার ৫ শতাধিক কর্মকর্তাকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুর জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট তার কার্যক্রমকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধা সরকারী পত্র প্রেরণের মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি। মন্ত্রণালয়/ বিভাগের অনুরোধে তাদের অধীনস্ত/ আওতাধীন সংস্থাতে গিয়েও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট সকলকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

৩.১.৫ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সচিব/ সচিব বরাবরে পুনরায় আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে একটি কোর কমিটি গঠন করে। মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ কমিটির সদস্য। কোর কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগের সচিব মন্ত্রণালয়ের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নপূর্বক ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে এ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটে প্রেরণের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করে। জাতীয় কমিটির পক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা , পরিমার্জন, পরিবীক্ষণ, সমন্বয়ের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করে। মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ কমিটির একজন সদস্য। মহাপরিচালকসহ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণ সকল মন্ত্রণালয়ের চুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সার্বক্ষণিক অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক কর্মশালা বাস্তবায়নে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট যথাযথ ভূমিকা পালন করে। এ বছর ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনে বাংলাদেশ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । গণখাতে সর্বপর্যায়ে একে সম্প্রসারিত করা এবং ব্যক্তির দক্ষতাকে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মমূল্যায়নের সাথে সম্পৃক্ত করা বিষয়ে একটি বহুমাত্রিক ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ভবন, রঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পারফর্ম্যান্স ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বৃন্দ।

৩.২ দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর গতিশীলতা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় ২০১২ সালে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) যাত্রা শুরু করে। জন্মলগ্ন থেকেই জিআইইউ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের Civil Service Change Management Program (CSCMP) জুন ২০১৪ পর্যন্ত আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা লাভ করে। অধিকন্তু, সে সময়ে জিআইইউ United States Agency for International Development (USAID) থেকেও কারিগরি সহায়তা পায়।

২০১৪ সালে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও অধিকতর সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অর্থ বিভাগ ১২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে "দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি" শীর্ষক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন করে। কর্মসূচিটি ২টি আংশিক এবং ১টি পূর্ণ অর্থবছরে অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের অনুমোদন পাওয়া যায়। এ কর্মসূচির রাজস্ব খাতে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ২৮ লক্ষ টাকা, মোট ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত বরাদ্দকৃত ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম/ ক্রয় সম্পাদিত হয়েছে:

অর্থনৈতিক কোড ও আইটেম	২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম/ ক্রয়
রাজস্ব		
৪৮২৭-মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৭.০০	• গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় ব্যবহারের জন্য ফোল্ডার, নোটবুক ও খাম মুদ্রণ • প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তরে প্রচলিত উদ্ভাবনী ও উত্তম চর্চাসমূহ লিপিবদ্ধ করে প্রস্তুতকৃত 'সদাচার সংকলন' প্রকাশ • জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইলকে 'সিটিজেন্স চার্টার' সংক্রান্ত লিফলেট/ বুকলেট মুদ্রণের জন্য বাজেট স্থানান্তর • ২০১২-২০১৫ সময়কালে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর 'কার্যক্রম প্রতিবেদন' প্রকাশ
৪৮২৯-গবেষণা ব্যয়	৮.৭০	• "বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ভূমিকা এবং কর্মকর্তাগণের সচেতনতা বৃদ্ধি" শীর্ষক সমীক্ষা পরিচালনা • ফরমালিন রোধে বিকল্প খাদ্যদ্রব্য প্রিজারভেটিভ 'কিটোসান' এর প্রায়োগিক দিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন বরাবর বাজেট স্থানান্তর
৪৮৪০-প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০.০০	• প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন ৫টি সংস্থা ও আশ্রায়ণ-২ প্রকল্পের ৫০ জন কর্মকর্তাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ • "বাষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে কর্মকর্তাগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উপর অর্পিত হলে কর্মসূচির প্রশিক্ষণ ব্যয় হতে ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে (৫টি ব্যাচে ৩২টি মন্ত্রণালয়ের) ১২৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৪৮৪২- সেমিনার/ কর্মশালা	১৩.৩০	• নাগরিক অধিকার সনদ, বাল্যবিবাহ নিরোধ, ফরমালিনের বিকল্প প্রিজারভেটিভ কিটোসান এর ব্যবহার অবহিতকরন বিষয়ে মোট ১৫টি ওয়ার্কশপ/ সেমিনার সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ০৬ (ছয়) শতাধিক কর্মকর্তা এ সকল ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রাপ্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে।
মোট রাজস্ব	৩৯.০০	

অর্থনৈতিক কোড ও আইটেম	২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম/ ক্রয়
৬৮১৩-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১.০০	• ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়
৬৮১৫-কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৮.০০	• ডেস্কটপ, ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয়
৬৮১৭-কম্পিউটার সফ্টওয়্যার	০.৩০	• কম্পিউটারসমূহের অপারেটিং সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এন্টি ভাইরাস সফ্টওয়্যার ক্রয়
৬৮১৯-অফিস সরঞ্জাম	৫.০০	• ফটোকপি টোনার, লেজার প্রিন্টার, প্রিন্টার টোনার, ফ্যাক্স টোনার, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ডিসপ্লে মনিটর, ক্রোকারিজ ইত্যাদি ক্রয়
৬৮২১-আসবাবপত্র	২.৭০	• প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একটি নতুন প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়
মোট মূলধন	১৭.০০	
সর্বমোট	৫৬.০০	

বর্ণিত কর্মসূচি টি বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কাজে পূর্বের চেয়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যেই জিআইইউ এর কর্মকান্ড পরিচালনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। উদ্ভাবন বিষয়ে আরো বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা পরিচালনাসহ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জিআইইউ এর পরিচালক (ইনোভেশন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন) কর্মসূচির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আশা করা যায়, আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচির বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকবে।

"দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক অনুমোদিত উন্নয়ন কর্মসূচির মোট অর্থনৈতিক বিন্যাস 'ছক'

অর্থনৈতিক কোড ও আইটেম	অনুমোদিত অর্থ (লক্ষ টাকায়), অর্থবছর ওয়ারি			
	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মোট
রাজস্ব				
৪৮২৭-মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৭.০০	১০.০০	১০.০০	২৭.০০
৪৮২৯-গবেষণা ব্যয়	১২.০০	৪৮.০০	৪০.০০	১০০.০০
৪৮৪০-প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০.০০	৪০.০০	১০.০০	৬০.০০
৪৮৪২-সেমিনার/ কর্মশালা	১০.০০	৩০.০০	১০.০০	৫০.০০
	৩৯.০০	১২৮.০০	৭০.০০	২৩৭.০০
মোট রাজস্ব				
মূলধন				
৬৮১৩-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১.০০	-	-	১.০০
৬৮১৫-কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৬.০০	৩.০০	-	৯.০০
৬৮১৭-কম্পিউটার সফ্টওয়ার	২.০০	৩.০০	-	৫.০০
৬৮১৯-অফিস সরঞ্জাম	৫.০০	৫.০০	-	১০.০০
৬৮২১-আসবাবপত্র	৩.০০	-	-	৩.০০
মোট	১৭.০০	১১.০০	০০	২৮.০০
সর্বমোট	৫৬.০০	১৩৯.০০	৭০.০০	২৬৫.০০

৩.৩ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্ক

স্বল্প সময়ে, কম খরচে, বিড়ম্বনাহীন ভাবে সরকারের নিকট থেকে গুনগত ও মানসম্মত সেবাপ্রাপ্তি জনগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। আর এ প্রত্যাশা পূরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তথা সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, তথ্য প্রযুক্তিতে নাগরিকের প্রবেশাধিকার, তথ্য অধিকার আইন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবার প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনাসহ বহুবিধ সংস্কার ও সেবাধর্মী কার্যক্রম অতীব গুরুত্ব সহকারে চলমান রেখেছে। মাঠ প্রশাসনে জনগণের কাছে সেবাগ্রহণকে সহজ করার জন্য সরকারের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ তারই ধারাবাহিকতা। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের 'ফ্রন্ট ডেস্ক' এ ধারার নবতর সংযোজনসমূহের মধ্যে অন্যতম। মাঠ প্রশাসনের বহুদিনের লালিত পদ্ধতি নির্ভর সংস্কৃতির বিপরীত ধারার ধারক এ 'ফ্রন্ট ডেস্ক'। একজন তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ২/ ৩ জন সহকারী চিঠিপত্র গ্রহণ, এসএমএস এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাকে জানানো, অনলাইন সংশিষ্ট কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ ফ্রন্ট ডেস্কের বিশেষত্ব। ব্যক্তিগত বা সরকারি প্রয়োজনে সেবা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগত যে কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, পরামর্শ বর্তমানে এখান থেকে পেয়ে থাকেন। এমনকি এখানে আগত কোন ব্যক্তির জিজ্ঞাসার (Query) উত্তর ডেস্কে কর্মরত ব্যক্তির অজানা থাকলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা জেনে সেবাগ্রহীতার চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রুশিয়র, চেকলিস্ট সরবরাহ করে, হাতে কলমে ফরম পূরণ করে আগতদের সহায়তা দেয়া হয়। অপেক্ষাকালে সেবাপ্রার্থীদের বসার ব্যবস্থাও রয়েছে। পূর্বে এর অনেক কিছুই সেবাপ্রার্থীদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। যে ধারাবাহিকতায় এ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবাধর্মী কার্যক্রম পরিদর্শন/ দর্শন করে থাকেন। বরগুনা জেলায় বিগত ১১-১২ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে এরূপ উন্নয়ন কার্যক্রম দেখার সময় মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ফ্রন্ট ডেস্ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি তার প্রতিবেদনে ফ্রন্ট ডেস্কের মানোন্নয়নের জন্য পর্যালোচনাসহ ১১টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ৭ মে ২০১৪ তারিখে এ সুপারিশ অনুসরণের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর ফলে জেলা প্রশাসকগণের পাশাপাশি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ফ্রন্ট ডেস্কের সেবার গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ হয়। এ ইউনিট সুপারিশগুলোকে সংক্ষেপ করে Query রূপে পুনরায় জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ ও বাস্তবায়ন মনিটর করে।

জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্ক কে জনবান্ধব করার ক্ষেত্রে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের সুপারিশ/ জিজ্ঞাস্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. সেবা গ্রহীতাদের নম্বর সম্বলিত স্লিপ প্রদান করা হয় কিনা ?
২. অপেক্ষাকালে সেবা গ্রহীতাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?
৩. ফ্রন্ট ডেস্ক চালুর সময়সীমা প্রদর্শিত হয় কিনা ?
৪. ফ্রন্ট ডেস্কে কর্মরতদের পরিচয় পত্র প্রদান করা হয় কিনা ?
৫. ফ্রন্ট ডেস্কে টেলিফোন/ ইন্টারকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?
৬. সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে ব্রুশিয়র/ বুকলেট, চেক লিষ্ট, ফ্লোচার্ট সরবরাহ করা হয় কিনা ?
৭. সেবা গ্রহীতাদের তথ্য সংরক্ষণ করা হয় কিনা ?
৮. সেবা গ্রহীতাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয় কিনা ?
৯. সেবা প্রদানের গড় সময়কাল মনিটর করা হয় কিনা ?
১০. ফ্রন্ট ডেস্কে তুলনামূলক অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/ কর্মচারী পদায়ন করা হয়েছে কিনা ?
১১. ফ্রন্ট ডেস্কের কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর যৌথ প্রচেষ্টা এবং মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের ঐকান্তিক আগ্রহ সরকারের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগকে দ্রুত ফলপ্রসূ করতে সক্ষম হয়েছে। ফ্রন্ট ডেস্ক সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ফ্রন্ট ডেস্কের সুবিধা এবং একে কার্যকরী রাখতে স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় আরো সচেতন হয়েছেন। এতে নাগরিক সেবাপ্রাপ্তি এবং সেই সাথে সেবা প্রদান পদ্ধতিও অনেকটা সহজ হয়েছে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কিছুটা উন্নতির অবকাশ থাকলেও সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের 'ফ্রন্ট ডেস্ক' এখন পূর্বের তুলনায় অনেক জনবান্ধব।

জেলা প্রশাসক, টাংগাইল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

সিটিজেন চার্টারকে কার্যকর করা বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার সিলেট কার্যালয়ে কর্মশালা

জিআইইউ এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হলো, "মডেল জেলা" ধারণার আওতায় টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্ক সার্ভিস ডেলিভারি, সিটিজেন্স চার্টার এর সেবাসমূহকে দ্রুততর, সহজ এবং নাগরিকবান্ধব করে তোলা। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দুই দফায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

3.4 Citizen's Charter: A Way Forward to Citizen Centric Governance

3.4.1 Citizen's Charter: Concept and Ideas

Citizen's Charter is a commitment from an organization to its clients with respect to standard of service. From public sector points of view the Citizen's / Client's Charter is a written declaration by a Government department that highlights the standards of service delivery that it subscribes to, availability of choice for consumers, avenues for grievance redress and other related information. In other words, it is a set of commitments made by a department regarding the standards of service that it delivers.

However, the Citizen's Charter should not simply be a document of assurances or a formula which imposes a uniform pattern on every service. It is meant to be a toolkit of initiatives and ideas to raise the level of standards and service delivery and increase public participation, in the most appropriate way. The Charter should be an effective tool to ensure transparency and accountability and should help deliver good governance if implemented vigorously by the government departments.

3.4.1.1 Citizen's Charter: Enhance Public Service Standards

You would have to look very hard to find the Ideal Citizen's Charter. In fact, there is no standard Citizen's Charter that you can either simply copy or tweak a little bit and hang on the wall. There also is no magic recipe or formula which will automatically produce a Citizen's Charter that will immediately remedy everything what is wrong with public services and their delivery. But there are some key principles that will determine whether your Citizen's Charter is going to help you to deliver and receive better services.

3.4.1.2 The key principles of effective Citizen's Charter Initiatives:

A. Set standards of services to meet the needs and expectations of the citizens;

B. Focus on the needs of the citizens and the capacity of the provider;

C. Engage local citizens and service providers in the formulation process;

D. Promote transparency through information and monitoring;

E. Establish 'open' mechanisms for citizen's complaints and redress.

3.4.1.3 The components of a citizen charter

Notwithstanding these differences, Citizen's Charters in Bangladesh are all comprised of the same components. These components are:

1. Details of services delivered by the service provider- Name of the service
2. Documents required (with information where they are available)
3. Timeline for service delivery
4. Cost of services
5. Contact information of key officers
6. Details of grievance redress mechanisms and how to access them

The decision to scale up the initiative was undertaken following the completion of the monitoring exercise. The scale-up process included the expansion and the adoption of the Charter in many different offices both at the central and field level. In the first phase, expansion of the activity covered another 29 DC Offices. In addition, central level commitment has been expressed to expand this activity in the rest of the DC Offices, as the Cabinet Division, in the latter part of 2013, instructed all DC Offices to adopt the Charters as part of their service provision mechanism. Following the issuance of an office circular and a number of capacity building activities, eight of the 29 new offices have already formed their CCWG and at least five offices have drafted their Citizen's Charter.

3.4.3. Governance Innovation Unit (GIU) Initiatives on Citizen's Charter:

As per the Terms of Reference of the Governance Innovation Unit (GIU) one of the important functions of this unit is to deal with the service delivery issues like implementation of Citizen's Charter (CC) which is closely linked with another major function of undertaking good governance initiatives across the public sector. GIU was also actively involved with the Citizen's Charter implementation issues due to its continuous involvement with the workshops titled 'Capacity Building for the Citizen's Charter implementation at the DC Offices & Service Process Simplification Methods and Techniques' pursued under the Civil Service Change Management Project (CSCMP). Service Process Simplification (SPS) is a very crucial concept where CSCMP had significant involvement.

সিটিজেন্স চার্টার বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. গওহর রিজভী

Upon the completion of the CSCMP in June 2014, GIU has continued its effort to streamline the CC at the Offices of Deputy Commissioner of various districts. As a part of its venture to make services more easily accessible to citizens, GIU has taken Tangail as a Model District to pilot some initiatives in this regard. The focus of this initiative is to ensure effective use of CC along with process simplification of services provided at the DC office.

নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সিটিজেন্সচার্টার বিষয়ক কর্মশালা

One very mentionable intervention by GIU is about enhancing the effectiveness of the 'Front Desk' at the Office of the Deputy Commissioner. Through active association with various DC offices at different districts GIU has realized that the 'Front Desk' of DC office must be made functional in order to provide the best services to the citizens by making the Citizen's Charter truly effective. The Director General (DG), GIU, after inspecting Barguna district submitted a report to the Cabinet Division. The report included specific recommendations about enhancing the quality of service at the 'Front Desk's of the DC offices. The Cabinet Division endorsed the recommendations of the report and instructed all the Deputy Commissioners to act accordingly. Subsequently, GIU has collected information about implementation of the aforesaid recommendations; and the scenario seems to be improving significantly. However, there are still lots of room for improvement and the functionality of 'Front Desk' must be taken care of very diligently. GIU, in accordance with its motto 'Putting Citizens First', is willing to strive in facilitating the enhancement of 'Front Desk' service.

The DG, GIU also submitted another report to the Cabinet Division after inspecting Barisal district in January 2015. The report included, among other things, specific recommendations about making the Citizen's Charter more citizen-friendly along with suggestions for process simplification of various services. The Cabinet Division, this time also, endorsed the report and instructed all the Deputy Commissioners to implement according to the recommendations/ suggestions of the report.

3.4.4 Conclusion: Way Forward

Governance Innovation Unit (GIU) has put the first step of envisaging the implementation of a Citizen's Charter which is better than the Second Generation Citizen's Charter, both in terms of coverage and quality of service delivery to the citizen along with effective grievance redress mechanism. GIU is confident that consideration of the first hand experience of the officials involved with public service delivery and the service takers (citizens) all the public offices can be brought under a common structure of Citizen's Charter. Active participation of the citizens in the process of formulation, monitoring and evaluation of Citizen's Charter will undoubtedly benefit the citizens through improvement of the quality of service. As a whole, this venture will definitely enhance the transparency, accountability and responsiveness of the government offices that will result in better governance eventually.

মান্যবর কানাডিয়ান হাইকমিশনার এর সাথে সিটিজেন্‌স চার্টার বিষয়ক আলোচনায় জিআইইউ

৩.৫ খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধে গৃহীত পদক্ষেপ

নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন ও সহজীকরণে কেন্দ্রীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের গৃহীত গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত উদ্যোগকে উৎসাহিত করে তা বাস্তবায়নে কৌশলগত সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে নাগরিক সেবা প্রদান কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমের প্রস্তাব আহবান করে জিআইইউ থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রস্তাবের মাঝে জেলা প্রশাসক, ভোলা কর্তৃক প্রেরিত ভোলা শহর ফরমালিন মুক্তকরণের বেশ কিছু উদ্যোগ জিআইইউ এর অভ্যন্তরীণ সভায় প্রশংসিত হয়। সারাদেশে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে বিশেষতঃ ফলমূল, দুধ ও মাছে ফরমালিন মিশ্রণের প্রকটতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা জনমনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলায় বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। ফরমালিনের অবৈধ ব্যবহার রোধকল্পে ভোলার অনুরূপভাবে সারাদেশে কি ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে মতামত গ্রহণের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী নির্দেশনা প্রদান করেন। এর প্রেক্ষিতে বাজারে ফরমালিনমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণে স্থানীয় উদ্যোগে করণীয় বিষয়ে মতামত আহবান করে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় জেলা প্রশাসকগণ স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলায় বাজারে ফরমালিনমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। স্থানীয় উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম এবং প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিশ্লেষণ করে খাদ্যে ফরমালিনের অবৈধ ব্যবহার রোধকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কাঠামোর মধ্যে আনয়ন করার গুরুত্ব উপলব্ধ হয়। এর ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদে ভোক্তাদের জন্য ফরমালিনমুক্ত খাদ্যবাজার নিশ্চিতকরণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় জনস্বার্থে তা নির্ধারণের লক্ষ্যে গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড.গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ শীর্ষক সভায় ফরমালিন এর বিকল্প প্রিজারভেটিভ এবং কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য কমিটিতে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সভাপতি এবং মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া খাদ্যে ফরমালিন বা ভেজাল রোধ বিষয়ক সভা ও কর্মকান্ড সমন্বয়ের জন্য জিআইইউ কে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত ফরমালিনের বিকল্প প্রিজারভেটিভ কিটোসান ব্যবহার শীর্ষক কর্মশালা

গৃহীত উদ্যোগ ও বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং বর্তমানে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সচেতনতা বৃদ্ধি সহ নিয়মিতভাবে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ফরমালিন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয়ভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী। বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট অনুধাবন করেছে যে, ফরমালিন ব্যবহার রোধে নিম্নবর্ণিত পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন :

চিংড়ির খোসা থেকে কিটোসান প্রস্তুতের বিভিন্ন ধাপ

১. বর্তমানে মোবাইল কোর্টে ফরমালিন সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত ফরমালিন টেস্টকিট অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এর সাহায্যে পরীক্ষা করা বেশ সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বিকল্প পরীক্ষাকিট বাজারজাতকরণ যা স্বল্পমূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে বিপণনযোগ্য ও সহজে ব্যবহারযোগ্য (User friendly);

২. পচনশীল খাদ্য যেমন ফলমূল, মাছ, শাক-সব্জী ইত্যাদির সংরক্ষণের জন্য ফরমালিনের বিকল্প Preservative উদ্ভাবনের বিষয়ে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গবেষণাধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ।

পরবর্তিতে উল্লিখিত কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটি নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করে।

ক) পরীক্ষাগারে সফল প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে পাইলট স্কেলে সব্জী এবং আম, লিচু ও আনারসের ক্ষেত্রে কিটোসান এর ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এর বাণিজ্যিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) ফল ও সব্জীর পাশাপাশি মাছ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের প্রিজারভেটিভ হিসাবে কিটোসান ব্যবহারের জন্য অধিকতর গবেষণার প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বানিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণ করতে পারে।

গ) অন্যান্য বিকল্প প্রিজারভেটিভ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএস আইআর), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর যৌথ অথবা পৃথক উদ্যেগে প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩.৬ উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ

৩.৬.১

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের উচ্চহার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতায় এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট একটি বিকল্প উদ্ভাবনী আঙ্গিকে এর সমাধানে কাজ শুরু করে। শিক্ষার অভাব, দারিদ্র, কন্যা শিশুর সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, ধর্মীয় মূল্যবোধ, কুসংস্কার প্রভৃতিকে বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ হিসেবে সচরাচর চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। চিহ্নিত এ সকল কারণগুলো দূর হলে বাল্যবিবাহ নিরসন হবে মর্মেই এতদসংশ্লিষ্ট দপ্তর, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তিবর্গ ব্যবস্থাপত্র/ পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। জিআইইউ তাদের মূল্যবান অভিমত বা পরামর্শের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেনা। তবে, জিআইইউ বিশ্বাস করে, এভাবে সমস্যার সমাধান করতে দীর্ঘকাল লেগে যাবে। বাল্যবিবাহ নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে একে ব্যাপকহারে কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য এ ইউনিট একটি উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ নিরোধে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

জিআইইউ এর গবেষণা ও অনুসন্ধানে দেখা যায় সংঘটিত বিবাহের সংখ্যার চেয়ে বিবাহ পড়ানো ও নিবন্ধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা অপ্রতুল। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৭ এর তথ্যমতে বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধকের সংখ্যা ৬২৪৯ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকের সংখ্যা ৫৯৮ এবং খ্রিস্টান বিবাহ নিবন্ধকের সংখ্যা ১১। গ্রামাঞ্চলে একজন নিবন্ধকের এলাকা গড়ে ২৫-৩০ বর্গ কিলোমিটার। নিবন্ধক সব এলাকার খোঁজ-খবর রাখতে পারেন না।

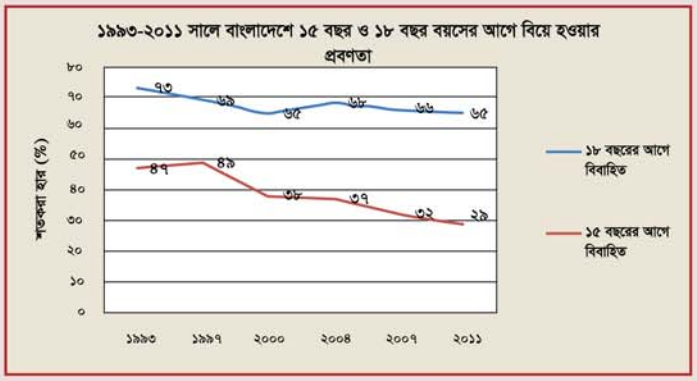

সারণী -১: ১৯৯৩-২০১১ বাংলাদেশে ১৫ ও ১৮ বছরের আগে বিয়ে হওয়ার প্রবণতা

সূত্রঃ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস) ১৯৯৩-২০১১

ব্যাপক জনগোষ্ঠী বিবাহ নিবন্ধনের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন নন। ভবিষ্যৎ পরিণতি না ভেবে তারা একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিবাহ দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন মর্মে তৃপ্ত হন। এজন্য তারা মসজিদের ইমাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় শিক্ষক, ঠাকুর, মৌলভিকে দিয়ে যেনতেন বিবাহ পড়িয়ে থাকেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যায় গড়ে প্রতি ইউনিয়নে ৮/১০ ব্যক্তি বিবাহ পড়িয়ে থাকেন। আইনানুগভাবে বিবাহ নিবন্ধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থাকলেও স্বেচ্ছা প্রণোদিত বিবাহ পড়ানো ব্যক্তিবর্গ অনেকটা জবাবদিহিতার বাইরে থেকে যান। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে মোট ৩২৬৬ ও ৪৩৯৭ টি বাল্যবিবাহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বন্ধ করা হয়েছে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে বিপুল সংখ্যক বাল্যবিবাহ প্রশাসনের অগোচরে সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে বাল্যবিবাহ বন্ধে তা পর্যাপ্ত নয়। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিবাহ পড়াতে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণের দায়দায়িত্ব ও আইন পরিপন্থী বিবাহ পড়ানোর পরিণতি সম্পর্কে সকলে সম্যক অবহিত নন। এদেরকে বিবাহ পড়ানোর নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানদান এবং কার্যক্রম সুষ্ঠু মনিটরিং করা হলে বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের অবকাশ থাকেনা।

এ ইউনিটের গবেষণায় দেখা যায় যে, বাল্যবিবাহের জন্য দায়ী যে সকল কারণকেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, একজন বিবাহ পড়াতে অভ্যস্ত ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া পাত্রপাত্রী, অভিভাবক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ কারো পক্ষে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সুতরাং বিবাহ সম্পন্নকারীদেরকে নিয়মনিষ্ঠ করা গেলে বাল্যবিবাহ নির্মূল করা সম্ভব। এজন্য দরকার সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক, পুরোহিত সহ অন্য যারা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন তাদেরকে আইন মেনে বিবাহ পড়াতে বাধ্য করা।

টেবিল -৭ : অপেক্ষাকৃত কম ও বেশী বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসমূহে ১৫-১৯ বছরের মেয়েদের বিয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	তুলনামূলকভাবে কম বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসমূহ		তুলনামূলকভাবে বেশী বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসমূহ	
	জেলা	শতকরা হার (%)	জেলা	শতকরা হার (%)
১.	সিলেট	১৩.৫	মেহেরপুর	৫৩.৭
২.	মৌলভীবাজার	১৫.৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৮.০
৩.	সুনামগঞ্জ	১৬.৪	কুড়িগ্রাম	৪৭.৮
৪.	চট্টগ্রাম	১৮.৪	চুয়াডাঙ্গা	৪৬.৭
৫.	হবিগঞ্জ	২০.৫	বগুড়া	৪৬.৪

(সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিআইডিএস ও ইউনিসেফ, Child Equity Atlas: Pockets of Social Deprivation in Bangladesh, 2013)

বাল্যবিবাহ নিরসনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্ষম এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা/ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে গত ১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে। আয়োজিত এ সভায় স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে ২০১৪ সালের ২২ জুলাই লন্ডনে অনুষ্ঠিত গার্লস সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অঙ্গীকার করেন যে, বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নীচে বিয়ে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল এবং ১৫-১৮ বছরের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ হ্রাস ও ২০৪১ এর মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণভাবে দূর করতে সক্ষম হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে জিআইইউ।

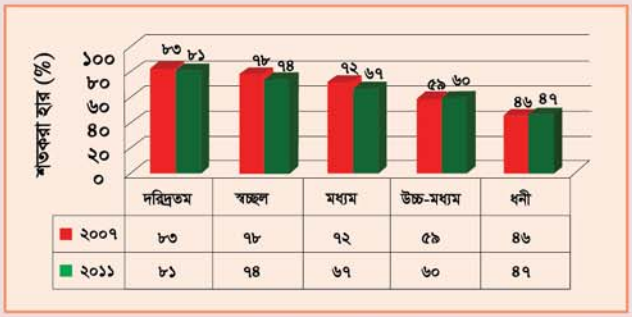

সারণী- ২: ১৫ বছরের কম বয়সের বিবাহের প্রবণতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার সম্পর্ক

৩.৬.২ বাল্যবিবাহ নিরোধে জিআইইউ এর কৌশল (GIU's Strategies for Reducing Early Marriages in Bangladesh)

উপযুক্ত ঘোষণা ও সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরসনে এ ইউনিট তিনটি পর্যায়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের কৌশল গ্রহণ করে-

- জাতীয় পর্যায়- সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ অধিদপ্তর ও সংস্থা
- জেলা পর্যায়- উপজেলা প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট অধিনস্ত অফিসসমূহ
- আন্তর্জাতিক সংস্থা- সংশ্লিষ্ট এনজিও

৩.৬.২.১ জাতীয় পর্যায়: সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ অধিদপ্তর ও সংস্থা

এ পর্যায়ে জিআইইউ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু অধিদপ্তর, জন্ম নিবন্ধন প্রকল্প, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করেছে। মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থাগুলো বাল্যবিবাহ রোধে রুটিন কাজ ছাড়াও জিআইইউ এর অনুরোধে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে-

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা	কার্যক্রম/ নির্দেশনা	অগ্রগতি
স্থানীয় সরকার বিভাগ	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে বিবাহ রেজিস্ট্রারদের অফিসের স্থান দেওয়া।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
আইন ও বিচার বিভাগ	বয়স ও বিবাহ সংক্রান্ত এফিডেভিটকালে বয়সের সনদ ও কাবিননামার কপি এফিডেভিটের সাথে সংযুক্ত রাখার জন্য নোটারি পাবলিকগণকে নির্দেশ দান।	মন্ত্রণালয় সকল জেলা ও দায়রা জজ এবং বার কাউন্সিলের মাধ্যমে নোটারি পাবলিকদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছে ।
	জেলা রেজিস্ট্রারগণ এক বছরে সম্পাদিত বিবাহের তথ্য মহা নিবন্ধকের মাধমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে প্রদান করবেন।	নিয়মিতভাবে প্রেরণ করছেন।
	বিবাহ নিবন্ধকগণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।	জেলা রেজিস্ট্রারগণের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
	কাবিননামায় উল্লিখিত বয়স বা অন্য কোন তথ্যগত ভুলের জন্য নিকাহ নিবন্ধকগণ দায়ী নহে এ ধরণের কোন সিল বিবাহ নিবন্ধকগণ ব্যবহার করতে পারবেনা।	আইন ও বিচার বিভাগ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ জারী করেছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	আওতাধীন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক/ শিক্ষিকা/ কর্মচারীগণকে বিবাহ পড়ানো নিরুৎসাহিত করবে। কোন শিক্ষক/ কর্মচারী একান্তই বিবাহ পড়াতে চাইলে তাকে বর-কনের বিবাহের নূন্যতম বয়স নিশ্চিত হয়ে বিবাহ পড়াতে হবে এবং উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের দায় তার উপর বর্তাবে মর্মে উল্লেখ করে পরিপত্র জারি করবে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা	কার্যক্রম/ নির্দেশনা	অগ্রগতি
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির সংখ্যা ও পরিমান বৃদ্ধি করবে।	
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/ শিক্ষিকা/ কর্মচারীগণকে বিবাহ পড়ানো নিরুৎসাহিত করবে। কোন শিক্ষক/ কর্মচারী একান্তই বিবাহ পড়াতে চাইলে তাকে বর-কনের বিবাহের নূন্যতম বয়স নিশ্চিত হয়ে বিবাহ পড়াতে হবে এবং উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের দায় তার উপর বর্তাবে মর্মে উল্লেখ করে পরিপত্র জারি করতে হবে।	পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন	নিকাহ রেজিস্ট্রার নন মসজিদের এমন ইমাম/ মোয়াজ্জেনদেরকে বিবাহ পড়াতে নিরুৎসাহিত করা। তবে কোন ইমাম/ মোয়াজ্জেন একান্তই বিবাহ পড়াতে চাইলে তাকে বর-কনের বিবাহের ন্যূনতম বয়স নিশ্চিত হয়ে বিবাহ পড়াতে হবে এবং উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের দায় তার উপর বর্তাবে মর্মে নির্দেশনা জারি করতে হবে।	এ বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
তথ্য মন্ত্রণালয়	বাল্যবিবাহ নিরোধ ও বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বিটিভি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে তথ্যচিত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।	তথ্য মন্ত্রণালয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করেছে।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	'Girls not Bride' এ স্লোগান ও বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার কার্যক্রম জোরদার করবে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.৬.২.২ জেলা-উপজেলা প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট অধিনস্ত অফিসসমূহ

সংস্থা	কার্যক্রম/ নির্দেশনা	অগ্রগতি
জেলা প্রশাসক/ জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা রেজিস্ট্রার, উপ পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/ সাব রেজিস্ট্রার	বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত অন্য যারা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন তাদের ডাটাবেজ প্রস্তুত, সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ, কার্যক্রম তদারকি/ মনিটরিং ও উদ্বুদ্ধকরণ; মসজিদের ইমাম/ মোয়াজ্জেন, মৌলভি, শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ; নিজ নিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত সকল বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিবাহ নিবন্ধকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
এনজিও	নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রমে সহায়তা করবেন।	নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছেন।

৩.৬.২.৩ ডাটাবেইজ ব্যবহার করে বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ কৌশল

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ডাটাবেজভুক্তদের স্থানীয়ভাবে নিম্নোক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিবেন

১. বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে বর ও কনের বিবাহের নূন্যতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর তা বৈধ জন্ম নিবন্ধন সনদ, ভোটার আইডি কার্ড, এসএসসি বা অন্য অনুমোদিত শিক্ষা সনদ যাচাই করে নিশ্চিত হবেন;

২. বিবাহ নিবন্ধন বিষয়ে যিনি বিবাহ পড়ান তার দায়িত্ব অর্থাৎ বিবাহ পড়ানোর ১ মাসের মধ্যে বর-কনেকে নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধকের কাছে পাঠানো;

৩. বিবাহ নিবন্ধকের কাছে না পাঠালে যিনি বিবাহ পড়ান, প্রচলিত আইন অনুসারে তার ১০০০ টাকা জরিমানা এবং ১ মাসের কারাদন্ডের বিধান ও এক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টের ব্যবহার বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া;

৪. ডাটাবেজ/ তালিকা ওয়েবসাইটে রাখা সহ এর কপি জেলা উপজেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রদান;

৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা অন্য যে কোন কর্মকর্তা বাল্যবিবাহের কোন সংবাদ পেলে তালিকা ধরে প্রথমেই কে উক্ত বিবাহটি পড়াবেন তা নিশ্চিত হয়ে মোবাইল ফোনে তাকে আইনের বিধানসহ তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিবেন। এর পরেও কেউ বাল্যবিবাহ পড়ানোর ঝুঁকি নিতে চাইলে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করবেন।

গতানুগতিক পদ্ধতিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বিবাহ অনুষ্ঠানের কোন সংবাদ পেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে বিবাহ বন্ধ করেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছানোর পূর্বেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। আমাদের দেশে অধিকাংশ বিবাহ ছুটির দিনে এবং রাত্রে সম্পন্ন হয়। তাই বাল্যবিবাহ বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকতে হয়। এর পরেও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু জিআইইউ উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে উপজেলার সকল এলাকার সাথে স্থানীয় প্রশাসনের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। যে নেটওয়ার্ক বাল্যবিবাহ বন্ধে প্রশাসনের কাজের ভার লাঘব করবে। ঘটনার পরম্পরা বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত যাবেনা এবং প্রশাসনকে ও সকল আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়ার মত অপ্রিতিকর কাজটি করতে হবেনা।

বাল্যবিবাহ নিরোধে সরকারি বেসরকারি ব্যাপক উদ্যোগের ফলে ২০০৭ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ক্রমাগত হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। জিআইইউ এর এ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাল্যবিবাহ হ্রাসের হারকে আরও বৃদ্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

ইউনিসেফ কান্ট্রি ডিরেক্টরের সাথে জিআইইউ'র বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত সভা

অধ্যায় ৪

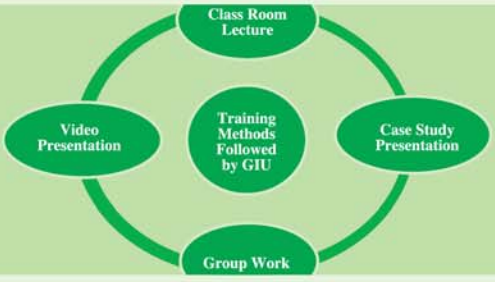

Installing Innovation in the Public Services in Bangladesh: An Assessment of GIU's Training on Innovation

4 Installing Innovation in the Public Services in Bangladesh: An Assessment of GIU's Training on Innovation

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট তার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সুশাসন এবং নবতর উদ্ভাবনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ মন্ত্রণালয়গুলোকে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। একই সাথে সেবা প্রদানে মন্ত্রণালয় গুলোর সাফল্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দূর্নীতি প্রতিরোধে তাদের ভূমিকাকেও উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট পাথফাইন্ডার মন্ত্রণালয় গুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে এবং কর্মকর্তাগণ সেবা প্রদান সহজিকরণের ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা নিরুপনের জন্য একটি সমীক্ষা(Study)পরিচালনা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম এর নেতৃত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের CSCMP প্রকল্পের তথা UNDP এর সহায়তায় সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। Installing Innovation in the Public Services in Bangladesh:An Assessment of GIU's Training on Innovation শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদনের কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে গবেষণা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

4.1 Public service innovation and the role of GIU

The main objective of setting up of GIU is to ensure that the public sector is putting citizens first by implementing good governance reforms and innovations that meet or exceed citizens' expectations.

GIU is closely working with several partners in home and abroad e.g. eight path finder ministries which have the most direct interactions with citizens, divisional and deputy commissioners as well as international organizations. It has already organized a capacity building training to the 28 selected officials from the 7 seven path finder ministries. The training session was conducted by the faculties from the Harvard University.

The GIU in cooperation with the Civil Service Change Management Programme has formulated a training module on Public Service Innovation. In the meantime 720 government employees were given the training based on the developed module. The path finder ministries were assigned to identify seven innovative cases and to implement those in their respective ministries. The objectives of the training were to:

- Equip participants with knowledge on the concepts and issues of PSI
- Enable participants to understand the practices and application of PSI in the context of Bangladesh
- Equip participants with techniques for service process simplification to enable them to undertake initiatives to simplify the service delivery process through innovation.

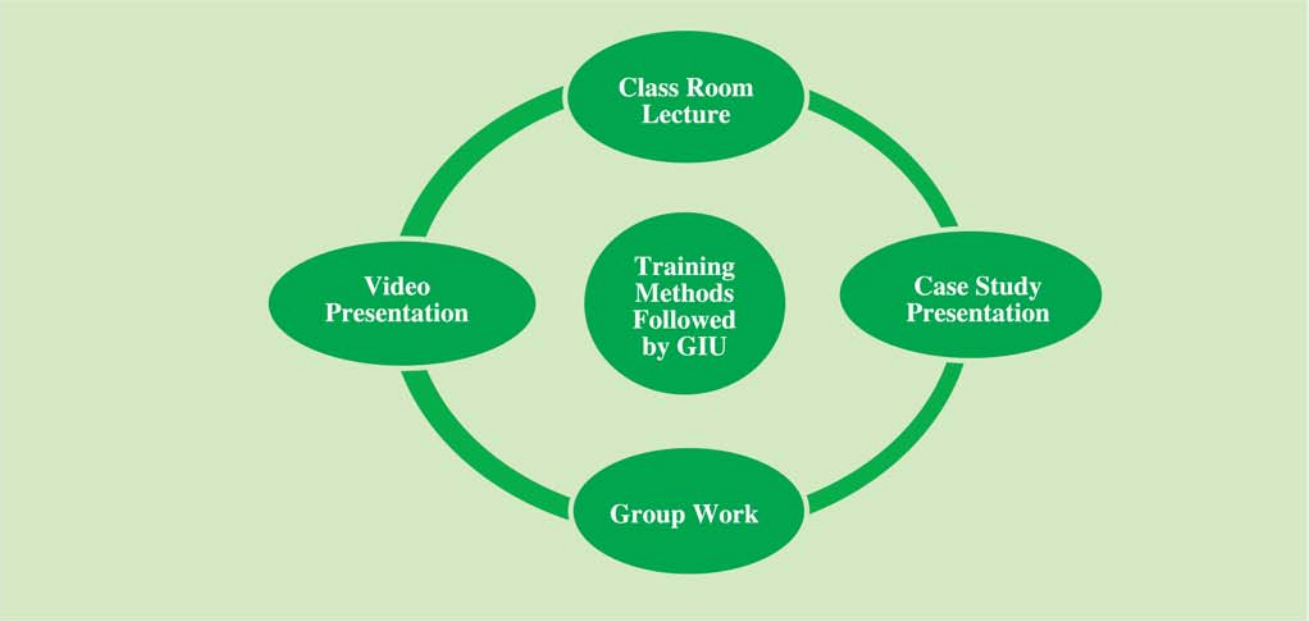

Figure: Training Methods Followed by GIU

The training programme comprises of five sessions. The first session was based on the discussion about the concept and ideas of public service innovation and here lecture and video were presented to the trainers and the trainers where involved in group discussion to produce ideas. The total duration was 60 minutes. The main aim of the session was to demonstrate the basic ideas of public service innovation and to provide knowledge to mitigate the barriers towards public service innovation. The second session was based on the discussion about the stakeholder analysis where trainers were presented with lecture and video and where involved in group work. The total duration of the second session was 60 minutes. The main aim of the session is to identify the person who will accelerate the process of change within the workplace. The third session was based on the discussion on public service simplification. The method followed was same as the second session and the duration was same.

The main aim of the training was to remove the bottlenecks in public service delivery and to increase the performance and quality of public services. In fourth session, the trainers were presented with case studies or success story of different Path Finder Ministries. The methodology followed was same as the first three sessions and the total duration was 90 minutes. The main aim of the session was to develop the analytical skills of the participants through problem solving. In the fifth session the trainers were asked to present an innovative case. The total duration was 40 minutes. The main aim of this session was to help trainees to apply the theoretical knowledge into practical applications. So, it was a half day training and the total duration of the five sessions were 5 hours and 10 minutes.

4.2 Conclusion and Policy Recommendations

4.2.1 Conclusion

The public sector's role in catalysing innovation in the wider economy, there is an urgent need to power innovation within the public sector itself in order to unlock radical productivity improvements and efficiency gains, to foster the creation of more public value and a better response to societal challenges. Innovation in the public sector can be defined as the process of generating new ideas and implementing them to create value for society, covering new or improved processes (internal focus) and services (external focus). It takes on a variety of forms, ranging from smarter procurement, mobilising new forms of innovation financing, creating digital platforms and citizen-centric services as well as driving a new entrepreneurial culture among public managers.

A new vision for the public sector is required, whereby public managers become public entrepreneurs. This can only happen through a pervasive change of mindset, with more experimentation, controlled risk taking, and an agile and personalised response to new constituent challenges. This will help unleash the potential of an innovative public sector, which can be transformed into a much needed growth engine for the economy.

Contextual reality in Bangladesh is different compared to any other developed nations. In Bangladesh, There is growing demand pressed by the citizens for improving the quality of the services being provided by the government. It is therefore imperative that government pay particular attention to improve the modus operandi of the public service delivery systems so as to make them effective to the extent that they can satisfy the needs of the citizens with ease. This should not be seen as a "one-off" affair of the government. Rather, a systematic and concerted intervention strategy must be put in place for improving the service delivery system by way of installing the innovative ideas and practices. In this regard, it is important that the government take frequent initiatives to train up public sector employees so that they become the catalyst for innovation and change in the public sector.

With a view to supportingthis idea, the government of Bangladesh set up the Governance Innovation Unit. The major objective of this agency is to facilitate the generation and installation of innovative ideas and practices in the public services in general. Governance Innovation Unit undertakes different initiatives and interventions to develop the capacity of the individuals as well as the organizations in the public sector. The training programme on public sector innovation meant for the public servants was one such initiatives of GIU in recent times. A study was conducted to assess the effectiveness of the GIU provided training interventions. Primary data and information was collected from the selected participants of the training programme through a questionnaire survey. The findings of the assessment on GIU training programme demonstrated that although the respondents were satisfied with the contents and methods of the training and although they deemed the training programme as an effective intervention, yet, they could not install the innovative ideas in their workplace either because of the personal level constraints or organizational level constraints or policy level constraints or all of these affecting in conjunction.

Most of the respondents suggested that due to the training intervention their willingness to learn new things increased substantially. It also impacted on enhancing the commitment of the participants to apply the acquired knowledge. But it was found out that one third of the respondents could not implement their proposed cases in their workplace. Some of the reasons put forward by them included excessive workloads, manpower shortages and lack of support extended by the participant's superiors and subordinates without which implementation of the proposed cases in their workplace could make meaningful headway. One of the major criticisms about the training programme was that it's short duration, moreover, "it was just a one-off" event and there was no follow-up once the training programme was completed.

It was also gathered from the interviews that the participants were particularly dissatisfied with the training curriculum as it did not include any serious discussions on how the barriers to the implementation of innovative ideas and practices could be removed or presentation of the lessons learnt from the best practices on this front. Many respondents opined that only a half-day training progarmme was not enough to affect their mindset and attitudes. The respondents were in agreement to suggest that successful installation of innovative ideas depends, among other things, on the support they were in receipt from the superiors. The study also revealed that during the time of implementation of the proposed cases the superior remained indifferent to the idea in most cases with a few exceptions.

Based on the information collected through the questionnaire survey and the face to face interviews and the opinions of the respondents some general suggestions could be put forward such as: the content of training need to be specific and based on the contextual reality of the job and based on the ability of the workforce to understand the content and implement the theory into practice. The training need to be issue as well as need based. Before providing training it is important to know whether trainees are prepared for change. It is also important to bring changes in superior-subordinate relationship. Innovation cannot be installed without the support of the superior so a cordial relationship is needed between superior and subordinate. Training must be organized frequently and its coverage need to be increased. Training should be linked to career planning or other dimensions of personnel management as well as there must be a scope for recognizing or rewarding better performance in training. It is also learned that proposing innovative idea is one thing, and their implementation is another. There has to be proper and effective cooperation and coordination between the idea generators, peers and their superiors. Without such cooperation there is a little chance for the innovative ideas to reach the stages of implementation. It is also important that only the feasible innovative ideas are proposed as these are easier to implement. Creating a constituency of support (critical mass) in favour of the initial idea is indispensable for the successful and smooth implementation of any innovative idea.

Implementation of new ideas may also involve additional costs to be incurred. It is therefore important that the cases for innovation are not too ambitious. Those innovative ideas can be easily implemented which do not require a huge further budgetary allocation. It is always important to keep in mind that one should aim at small and do-able innovative initiatives at the initial stage and try and generate some quick-wins which would then help the idea initiators to gain more ground with the new ideas and also demonstrate to the people around him/her that implementation of innovative ideas is possible and it produces positive and visible results. Larger innovative ideas can be tried later when the idea generator's position is consolidated to withstand the potential resistance against the new ideas.

It is important that innovation is institutionalized and made a part of the organizational culture in the public sector. It is easier said than done. Training alone cannot ensure the creation of an innovative culture within the public sector. There are other important issues which must also be put in place alongside training such as the political commitment, a power and dedicated public body to generate innovative ideas and monitor their implementation, budget for regular research and development and a proper mechanism to deal with disputes and resistance. In short, the government agency dealing with innovation should have the adequate mandate, motivation, money and manpower to make that cultural shift occur in the public sector.

4.2.2 Policy recommendations:

On the basis of the overall findings some policy recommendations can be made and these are as follows:

- Trainers with sufficient knowledge about the context should be engaged for better training outcome in future.
- This type of training must be organized more frequently and its coverage has to be increased so as to include the senior, mid-level and junior officials. Mixing up trainees (superiors, subordinates put together) would be an effective strategy for ensuring relatively smooth implementation of the proposed innovation cases. The superiors or officials who matter should be informed in advance by the GIU of the innovation cases to be implemented in their respective organizations.
- After training many participants were transferred from their position. Frequent transfer of officials is a serious problem in case of installation of innovative ideas and practices. Frequent transfer contributes to institutional memory loss and put an end to an initiative for innovation in an organization.
- Duration of the training must be increased and there has to be a proper mechanism in place to follow-up the progress being made by the participants with the proposed innovation ideas and proposals.
- Training effectiveness is to be assessed within 3 months after a training intervention is over. Some of our respondents, in extreme cases, found it difficult to recall the contents of training and some could not even recall exactly the cases they presented during training.
- Follow-up refreshers' training course should be organized.
- Department wise ToT can be organized, GIU may provide technical support to such initiatives with a view to enhance the training outreach.
- Early stage research is crucial to designing a training intervention and also providing reflective content for the participants to use. Individuals appreciated the opportunity to explore innovation and the challenges they faced in a one-to-one setting with an individual external to their organization, but with the ability to use their insights.
- Facilitate multiple activities, including external events that encourage participants to consider other factors that could act as triggers for innovation. Training intervention that considers cultural change and implementing an innovation process should happen alongside organisational change.
- Small and feasible innovative projects are to be proposed as this will ensure their successful implementation. No innovation is possible without effective cooperation between the idea generator and his/her peers and superiors.
- Those innovative projects are to be tried out at the initial stage in the workplace which can be handled by the idea generators and which would require lesser involvement and endorsement from the superiors of the idea generators.

অধ্যায় ৫

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

৫. গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

সরকারের সংস্কার কর্মসূচির সুফল জনগণের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ইউনিট তার কার্যক্রমকে 'গবেষণা', 'সক্ষমতা বৃদ্ধি', 'লিয়াজোঁ ও আউটরিচ', 'যোগাযোগ ও বাস্তবায়ন' এই ৪টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করে আসছে। একটি নতুন ইউনিট হিসাবে এর অধিকাংশ কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। এ গুলোকে সম্পন্ন করা, জিআইইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচী ও এর ভিশন, মিশনের আলোকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল:

৫.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রসার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সরকারের ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' স্বাক্ষরে জিআইইউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে এটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। প্রথম বছরের ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে এটিকে উচ্চমানে উন্নীতকরণে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধির জন্য এর কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুশাসন ও সংস্কার ইউনিটের সাথে এ বিষয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করা।

৫.১.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থাগুলোতে চলমান কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে জোরদারকরণ

এ কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহে চলমান কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনায় এদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অব্যাহত রাখা হবে। এছাড়া সমঝোতা স্মারক অনুসারে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশনে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

৫.২ বার্ষিক পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল রিপোর্ট

বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জনবল। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জনবলের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করার জন্য সম্পাদিত কাজের সুষ্ঠু মূল্যায়ন আবশ্যক। বিদ্যমান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পদ্ধতি এজন্য উপযোগী নয়। এটিকে যুগোপযোগী করার জন্য জিআইইউ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও a2i প্রতিনিধিদের নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গবেষণার আলোকে এ বছরে পাবলিক সেক্টরে চালুকৃত বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রথম শ্রেণীর/ সমমানের কর্মকর্তাদের জন্য সেলফ অ্যাপ্রাইজাল ভিত্তিক কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতির সুপারিশ করা হবে। তাছাড়া ২০১৫-২০১৬ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে এই নতুন কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগের বিষয়টি এ বছরের কর্মপরিকল্পনাভুক্ত।

৫.৩ দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক অধিকার সনদ (Citizen's Charter) বাস্তবায়ন

সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন এ ইউনিটের একটি অন্যতম ম্যান্ডেট। ইউনিটের সূচনালগ্ন থেকেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের Civil Service Change Management Program (CSCMP) এর সাথে যৌথভাবে সিটিজেন্স চার্টার প্রবর্তনে জিআইইউ কাজ করে আসছে। উক্ত প্রোগ্রামটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নাগরিক অধিকার সনদকে অধিকতর জনবান্ধব ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে এ ইউনিট কাজ করছে। এ বছরে সকল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সিটিজেন্স চার্টার জনগণের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের অন্যতম লক্ষ্য। অধিকন্তু, মন্ত্রণালয়/ বিভাগে চালুকৃত বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আবশ্যকীয় অঙ্গভুক্ত সিটিজেন্স চার্টারকে ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যৌথভাবে কাজ করা গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের কর্মপরিকল্পনার অন্যতম অংশ।

৫.৪ বাংলাদেশে গণখাতে নাগরিক অধিকার সনদের ব্যবহার/ কার্যকারিতা বিষয়ক গবেষণা

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

৫.৫ বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রম সম্প্রসারণ

উচ্চ বাল্যবিবাহের হার বাংলাদেশ সরকারের অর্জিত বিভিন্ন সাফল্যের সাথে বেমানান। এটিকে কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য এ ইউনিট ২০১৪ সাল থেকে উদ্ভাবনী উপায়ে কাজ করে আসছে। জিআইইউ এর গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারের হাতে ব্যাপক আইনি ক্ষমতা রয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আগামী অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার অন্যতম হলো রোড শো, বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা, সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের (যেমন UNICEF, UNDP) সাথে যৌথভাবে কাজ করা, ইত্যাদি। এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড পরিচালনাও জিআইইউ এর কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের সাথে চলমান কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা অব্যাহত থাকবে।

৫.৬ খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিনের প্রয়োগ রোধে সরকারি কার্যক্রমের প্রভাব বিষয়ক গবেষণা

খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধকল্পে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা নানামুখী উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। এ উদ্যোগ সমূহের মধ্যে আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি ফরমালিনের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ফরমালিন টেস্টকিটের ব্যবহার ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া ফরমালিনের বিকল্প হিসেবে স্বাস্থ্যসম্মত প্রিজারভেটিভ ব্যবহারের বিষয়েও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণার পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে কি প্রভাব পড়ছে তা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা সম্পন্ন করাও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় রয়েছে।

৫.৭ উন্নত কর্মসংস্কৃতি/ কর্মসংস্কৃতি উন্নয়নচর্চা

এ কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। ইনোভেশন টিম কর্তৃক চালুকৃত এ কার্যালয়ের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা থেকে সরকারি সেবার মানোন্নয়নে উদ্ভাবন ও সদাচার সমূহের সংগ্রহ, লালন ও বিকাশ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সদাচার সংকলনে বর্ণিত সদাচারসমূহ অন্যত্র রেপ্লিকেট করণেও এই ইউনিটের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

৫.৮ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

৫.৯ গবেষণাপত্র, বার্ষিক ও অন্যান্য প্রকাশনা

"দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ২ টি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে।

(১) বাল্যবিবাহ নিরোধ: বাল্যবিবাহ নিরোধে জিআইইউ উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেতনতা পর্যালোচনা শীর্ষক সমীক্ষার ফলাফল বহুল প্রচার এবং এ প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ;

(২) পচনশীল খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে কিটোসান এর ব্যবহার : পচনশীল খাদ্যদ্রব্য যেমন শাক-সবজি, ফলমূল সংরক্ষণে প্রিজারভেটিভ হিসেবে চিংড়ীর খোসা থেকে বাণিজ্যিকভাবে কিটোসান উৎপাদনের বিষয়ে একটি গবেষণা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোবারক আহমেদ খান এর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা। কিটোসান এর ব্যবহারবিধি ও উপযোগীতা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন তৈরীর বিষয়টি জিআইইউ এর অন্যতম কর্মপরিকল্পনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩) Soft copy বুলেটিন প্রকাশ;
(৪) সদাচার সংকলন, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ;
(৫) সাক্সেস স্টোরি সমূহের প্রকাশ;
(৬) লিফলেট, পোস্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি প্রকাশ।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

www.giu.portal.gov.bd